

এইচ এস সি বাংলা

রেইনকোট আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

প্রশ্ন ▶ ১ “চকচকে রোদ। সড়কের উত্তরে রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে গামছা-পরা এক কিশোর তিন চারটে গরু খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় ছালা বোঝাই ঘাস। কাঁধে লাঙল-জোয়াল। সম্ভবত সে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। ‘মুক্তি! মুক্তি!’ একজন সৈনিক চিৎকার করে ওঠে।

‘কাঁহা? কাঁহা?— অপরেরা প্রশ্ন করে।

‘ডাহনা তরফ দেখো।’

কলিমুদ্দিন দফাদার সবিনয়ে বলতে চায়, ‘মুক্তি নেহি ক্যান্টেন সাব, উয়ো রাখাল হ্যায়, মেরা চেনাজানা হ্যায়। ‘চুপরাও সালে কাফের কা বাচ্চা কাফের। মুক্তি, আলবৎ মুক্তি।’ বলেই সকলে একসঙ্গে গুলি ছোঁড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে। ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

(রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৪।)

- ক. ‘রেইনকোট’ গল্পটি কার লেখা? ১
খ. ‘ক্রাক-ডাউনের’ রাতে কী ঘটেছিল? ২
গ. উদ্দীপকে ‘রেইনকোট’ গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক ও ‘রেইনকোট’ গল্পের আলোকে স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের অবস্থা আলোচনা করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ‘রেইনকোট’ গল্পটি লিখেছেন- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

খ ক্রাক-ডাউনের রাতে নিরীহ বাঙালির ওপর ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালি শোষণ-নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাতে তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র মানুষের ওপর ভয়াবহ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে। সে রাতের ভয়াবহতা বোঝাতে ‘ক্রাক ডাউনের রাত’ কথাটি বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে ‘রেইনকোট’ গল্পের গণহত্যার দিকটি ফুটে উঠেছে।

‘রেইনকোট’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে। সে সময় ঢাকার কোনো মানুষই নিরাপদ ছিল না। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত থেকে তারা নিয়মিত গণহত্যা চালাতে থাকে। এর থেকে রেহাই পায় না আযান দিতে থাকা মসজিদের মোয়াজ্জিন পর্যন্ত। তারা নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। যেমনটি লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের ঘটনায়।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক এক রাখাল বালককে গুলি করে হত্যা করার চিত্র ফুটে উঠেছে। নিরীহ রাখাল বালক দিন শেষে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু নির্মম পাকিস্তানি সৈন্যের বন্দুকের গুলি থেকে সে রেহাই পায়নি। তাদের আচরণ ছিল হিংস্র পশুর চেয়েও ঘৃণ্য। তারা এদেশের মানুষকে এতটাই তুচ্ছ মনে করত যে সামান্য কারণেই হত্যা করত। এরূপ নির্মমতার প্রতিফলন সমানভাবে লক্ষ করা যায় উদ্দীপক ও ‘রেইনকোট’ গল্পের ঘটনায়।

ঘ ‘রেইনকোট’ গল্পে স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের ভয়াবহ অবস্থার কথা চিত্রিত হয়েছে।

‘রেইনকোট’ গল্পটি রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার রাজধানী ঢাকার ভয়াবহ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘ শোষণ-নিপীড়নের পর ১৯৭১

সালের ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত শহরবাসির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাঙালিরা ঐক্যবন্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নির্যাতনের ভয়াবহতা বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তারা এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

উদ্দীপকে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র লক্ষ করা যায়। পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণভাবে এদেশের অবকাঠামো ভেঙে দিয়েছিল। বাঙালির জীবন তাদের কাছে ছিল তুচ্ছ। যুদ্ধের সময় পশু-পাখির মতো তারা মানুষ হত্যা করেছে। উদ্দীপকের রাখালকে হত্যা করার মাধ্যমে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

‘রেইনকোট’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞে ঢাকা শহরের অধিবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সহজ-সরল নুরুল হুদা ও মসজিদের মোয়াজ্জিন যেন উদ্দীপকের নিরীহ রাখাল বালকেরই প্রতিরূপ। তাদের এমন অবস্থাই বলে দেয় সমসাময়িক পরিস্থিতির ভয়াবহতা। গল্পের নুরুল হুদা চারবার বাসা পরিবর্তন করেও তার নিয়তিকে পান্টাতে পারেনি। দেশের জনসাধারণ যেন জিম্মি হয়ে গিয়েছিল তাদের হাতে। কোনো মানুষই বলতে পারত না বাড়ি থেকে বের হলে আর ফিরে আসতে পারবে কিনা। উদ্দীপক ও ‘রেইনকোট’ গল্পের কাহিনীতে এমন আভাসই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ২ বর্গি এল খাজনা নিতে

মারল মানুষ কত।
পুড়ল শহর পুড়ল শ্যামল
গ্রাম যে শত শত।
হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তি সেনা
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

(ক. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৪।)

- ক. ‘রেইনকোট’ গল্পের কথকের নাম কী? ১
খ. ‘রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন’— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকটিতে ‘রেইনকোট’ গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. “হানাদারের সঙ্গে জোরে লড়ে মুক্তি সেনা— উদ্দীপকের এই বক্তব্যের মতো ‘রেইনকোট’ গল্পেও প্রতিরোধের চিত্র রয়েছে”— তোমার মতামতসহ আলোচনা করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ‘রেইনকোট’ গল্পের কথকের নাম নুরুল হুদা।

খ ‘রেইনকোট’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধীদের জন্য বর্ষাঋতুর সহায়ক ভূমিকার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে জার্মান বাহিনী রাশিয়ায় পর্যুদস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্ষাঋতুর কারণে পাকবাহিনী একইভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বাংলার প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সাথে হানাদার বাহিনীর পরিচয় ছিল না। ফলে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সাথে বর্ষাঋতুর সাথেও লড়াইতে হয়েছিল। ‘রেইনকোট’ গল্পে বর্ষাঋতুকে তাই জেনারেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত হানাদারদের বর্বরতা ও বাঙালির প্রতিরোধের দিকটি ফুটে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে 'রেইনকোট' গল্পটি রচিত। এ গল্পে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে বাঙালির যুথবন্দ্য প্রতিরোধের দিকটি।

উদ্দীপকের কবিতায় হানাদার বাহিনীর পাশবিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে। তারা নির্বিচারে মানুষ মেরেছে। শত শত গ্রাম, শহরের বস্তি ও স্থাপনা জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাঙালিরাও খেমে থাকেনি বরং মুক্তির জন্য লড়াই করে হানাদারদের দেশছাড়া করেছে। 'রেইনকোট' গল্পেও বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে গুলি করা, আজান দেওয়ার সময় মুয়াজ্জিনকে গুলি করা ও মুক্তিসেনাদের তথ্য জানতে শিক্ষককে অমানুষিক নির্যাতনের চিত্রের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর বর্বরতা তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা কলেজের সামনের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস, প্রিন্সিপালের বাড়িতে গ্রেনেড ছোড়ার মধ্যদিয়ে বাঙালির যুথবন্দ্য প্রতিরোধ চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ মুক্তিযুদ্ধে হানাদারদের বিরুদ্ধে বাঙালির যুথবন্দ্য প্রতিরোধের আলোচ্য 'রেইনকোট' গল্পটি।

'রেইনকোট' গল্পটিতে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বহুমাত্রিক চিত্র। পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা ও মুক্তিসেনাদের প্রতিরোধ— দুটোই এ গল্পের উপজীব্য।

উদ্দীপকের কবিতায় বর্ণি বলতে হানাদার বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে, যারা নির্বিচারে মানুষ মেরেছে। বাংলার মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। যুথবন্দ্য লড়াই করে হানাদারদের নিশ্চিহ্ন করেছে মুক্তিসেনারা। এদিকে একই প্রেক্ষাপট রয়েছে 'রেইনকোট' গল্পেও।

এ গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের চিত্র ফুটে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা কলেজের সামনের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারটি ধ্বংস করে দেয়। হানাদারদের দোসর প্রিন্সিপালের বাড়িতে গ্রেনেড ছোড়ে, গেট ভেঙে দেয়। বর্ষাকালের সুবিধা নিয়ে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে কাবু করে পাকবাহিনীকে। নুরুল হুদা মুক্তিসেনাদের তথ্য হানাদারদের জানানো থেকে বিরত থাকে শত অত্যাচারের পরও। 'রেইনকোট' গল্পে এ রকম নানা ঘটনার মধ্য দিয়েই মুক্তিসেনাদের প্রতিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাই 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে হানাদারদের সঙ্গে জোরে লড়ে মুক্তিসেনা— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩ বিদেশি সেনার কামান বুলেটে বিব্ধ

নারী, শিশু আর যুবক-জোয়ান-বৃন্দ।

শত্রু সেনারা হত্যার অভিযানে

মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধে উত্থানে।

মুক্তির পথ যুদ্ধেও রয় জেনে

ঘাতক ধ্বংস করেছে অস্ত্র হেনে। /য. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৩/

ক. 'রেইনকোট' গল্পটি কত সালে প্রকাশিত হয়? ১

খ. 'যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর'— বাক্যটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের 'বিদেশি সেনা' 'রেইনকোট' গল্পের কাদের সাথে তুলনীয়? পাঠ্য গল্পে তাদের তৎপরতার সাথে উদ্দীপকের বর্ণনার মিলগুলো তুলে ধরো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটির 'মুক্তিবাহিনী'র সাথে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষশক্তির বর্ণনা অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত হলেও বৈসাদৃশ্যও রয়েছে"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'রেইনকোট' গল্পটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

খ মুক্তিসেনা মিন্টুর রেইনকোটটি পরে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার ভেতরে যে চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল তার নিখুঁত পরিচয় আছে 'রেইনকোট' গল্পে। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি পরার পর থেকেই ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝে সঞ্চারিত হয় সাহস ও দেশপ্রেমের এক বিচিত্র অনুভূতি। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নুরুল হুদার সংযোগ থাকায় তাকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে তথ্য বের করার চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি সেনারা। কিন্তু রেইনকোটটির কারণে তার মাঝে যে প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল তা যেন তার চাবুকের আঘাতকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। নুরুল হুদার কাছে চাবুকের আঘাতের ব্যাপারটি রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ার মতোই স্বাভাবিক লাগছিল।

গ উদ্দীপকের 'বিদেশি সেনা' 'রেইনকোট' গল্পের পাকিস্তানি সেনাদের সাথে তুলনীয়।

'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে রচিত। এ গল্পে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। তারা কামান ও বুলেটের আঘাতে বাঙালিদের হত্যা করে। নারী-শিশু-যুবক-বৃন্দ সবাই তাদের বর্বরতার শিকার হয়। 'রেইনকোট' গল্পেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। গল্পের কথক নুরুল হুদার বর্ণনা থেকে জানা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করে মানুষ হত্যা করে; বাড়ি-ঘর, গ্রাম, হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়। এমনকি তারা আজানরত মুয়াজ্জিনকেও গুলি করে হত্যা করে। অর্থাৎ, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই হানাদার বাহিনীর নির্মমতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তিকে হানাদার বাহিনীর দৃষ্টিকোণ থেকে 'মিসক্রিয়ান্ট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি তথা মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী সাধারণ মানুষের পরিচয় ফুটে উঠেছে। গল্পের মিন্টু ও তার সহযোগীরা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আবার, মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার কারণে নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃদার মতো সাধারণ মানুষদেরও নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

উদ্দীপকে বাঙালিদের ওপর হানাদার বাহিনীর নিপীড়নের চিত্রের পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধচিত্রও ফুটে উঠেছে। এখানে যেমন হানাদার বাহিনীকর্তৃক নারী-শিশু-যুবক-বৃন্দদের হত্যার বর্ণনা রয়েছে, তেমনি দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধযুদ্ধের কথাও রয়েছে। উদ্দীপকের মুক্তিবাহিনী শত্রুর আন্তানায় প্রবল আঘাত হেনে মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে।

'রেইনকোট' গল্পের মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে পাকিস্তানি হানাদারদের পর্যুদস্ত করে তোলে। কুলি সেজে কলেজে ঢুকে তারা বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করে। প্রিন্সিপালের বাসায় গ্রেনেড ছুড়ে ফটক উড়িয়ে দেয়। গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের এই তৎপরতার বাইরে যে বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে, তা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জাগরণ। নুরুল হুদা নির্মম নির্যাতন সহ্য করেও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান দেয়নি। মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনা নিজের মধ্যে লালন করায় হানাদারদের অত্যাচার তার কাছে নিছক উৎপাত বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে, আলোচ্য উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখানে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী সাধারণ মানুষের কথা উঠে আসেনি। নুরুল হুদার মতো সাধারণ মানুষেরাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও মানসিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, আলোচ্য গল্পে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মাত্র একটি দিক উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে। তাই বলা যায়, "উদ্দীপকটির 'মুক্তিবাহিনী'র সাথে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষশক্তির বর্ণনা অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত হলেও বৈসাদৃশ্যও রয়েছে"—মন্তব্যটি যথার্থ।



/ব. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৪।

- ক. 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ কী?
 খ. 'মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে রেইনকোটের ওপর'— উক্তিটি দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?
 গ. চিত্রে 'রেইনকোট' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো।
 ঘ. চিত্রিত দিকটি 'রেইনকোট' গল্পের বিষয়বস্তুকে আরও শানিত করেছে বলে তুমি মনে করো কি? স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ— দুষ্কৃতকারী।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'রেইনকোট' গল্পে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি মিলিটারিদের নির্মম নির্যাতনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী অসংখ্য নিরীহ বাঙালির ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, নির্বিচারে হত্যা করেছে তাদের। যারা বেঁচেছিল তারাও মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। নানারকম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তারা বাঙালি জাতিকে পঙ্গু ও নিঃশেষ করতে চেয়েছিল। উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে এরূপ নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হানাদার বাহিনীর সদস্যরা বাঙালিদের মাটিতে ফেলে তাদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে। এই চিত্রের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'রেইনকোট' গল্পেও আমরা হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের কথা জানতে পারি। সেখানে মিলিটারিরা রাস্তার সব গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। তাদের ওপর স্টেনগান তাক করে রেখে সারা শরীর তল্লাশি করে। একিভাবে, উদ্দীপকের চিত্রেও নিরীহ বাঙালিদের দিকে রাইফেল তাক করে রেখে নির্যাতন চালানোর দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের চিত্রায়ন ঘটেছে।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ভয়াবহতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। লেকচারার নুরুল হুদা যখন প্রিন্সিপালের ডাকে কলেজে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান মিলিটারিরা বাস থেকে যাত্রীদের নামাচ্ছে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের শরীরে তল্লাশি চালাচ্ছে। কয়েকজনকে আবার তারা অন্য একটি লরিতে তুলে নিচ্ছে।

উদ্দীপকের চিত্রের মাধ্যমে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচারের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, মিলিটারিরা বাঙালিদের মাটিতে ফেলে দিয়ে তাদের ওপর রাইফেল তাক করে আছে। উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি মিলিটারিদের নির্মম নির্যাতন ও হত্যার দিকটি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

'রেইনকোট' গল্প ও উদ্দীপকের চিত্র উভয়ক্ষেত্রেই পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের ভয়াবহ দিকটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। গল্পে হানাদার বাহিনী কর্তৃক যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে তাদের শরীরে তল্লাশি চালানোর বিষয়টি উঠে এসেছে। এখানে সরাসরি নির্যাতন না দেখিয়ে তাদের গাড়িতে তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে হানাদার বাহিনীকে বাঙালিদের মাটিতে ফেলে তাদের ওপর অস্ত্র তাক করে রাখতে দেখা যায়। এতে গল্পে বর্ণিত হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের বর্ণনাকে চিত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষীভূত করে তোলা হয়েছে। অতএব বলা যায়, চিত্রিত দিকটি 'রেইনকোট' গল্পের বিষয়বস্তুকে আরও শানিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,

সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
 সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
 তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
 শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
 দানবের মতো চিৎকার করতে করতে।
 তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
 ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো।

/রা. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৩।

- ক. কাদের সাথে নুরুল হুদার আঁতাত আছে? ১
 খ. 'আবু ছোট্ট মামা হয়েছে'— ছোট্ট মেয়ের এ উক্তিতে প্রফেসর চমকে ওঠেন কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পটি কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. "স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য বাঙালি জনসাধারণের আত্মত্যাগই উদ্দীপকের কবিতাংশ ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য"— মন্তব্যটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'মিসক্রিয়ান্টদের' সাথে নুরুল হুদার আঁতাত আছে।

খ মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেইনকোট পরার পরপ্রফেসর নুরুল হুদাকে দেখতে মিন্টুর মতো লাগছে শুনে তিনি চমকে ওঠেন।

'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার অভিযোগে নুরুল হুদাকে সেনাক্যাম্পে ডেকে পাঠানো হয়। বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাচ্ছেন দেখে নুরুল হুদার স্ত্রী তাঁকে মিন্টুর রেইনকোট পরিয়ে দেয়। নুরুল হুদা বিপদ ও ঝুঁকি এড়িয়ে চলা একজন সাধারণ মানুষ। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দেওয়ার পর তাঁর মধ্যে এমন শঙ্কা তৈরি হয় যে, তাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো দেখাচ্ছে। ছোট্ট মেয়ের মুখে এই অনুরূপ কথা শুনে এ শঙ্কা আরও বেড়ে যায় বলে তিনি চমকে ওঠেন।

গ নিরীহ বাঙালির ওপর পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের বর্ণনার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে 'রেইনকোট' গল্পটি রচিত। আলোচ্য গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। গল্পের কথক নুরুল হুদার বর্ণনা থেকে জানা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করে মানুষ হত্যা করে; বাড়ি-ঘর, গ্রাম, হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়। এমনকি তারা আজানরত মুয়াজ্জিনকেও গুলি করে হত্যা করে।

১. 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ— দুষ্কৃতকারী। 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের 'মিসক্রিয়ান্ট' বলে উল্লেখ করত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

উদ্দীপকের কবিতাংশে পাকিস্তানি বাহিনীর জঘন্য অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। নগর-জনপদ জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। এভাবে তারা স্বাধীনতাকামী জনতাকে স্তম্ভ করে দিতে চায়। তাদের বর্বর আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রাণ হারায় অসংখ্য বাঙালি। নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। বাড়ি-ঘর, ছাত্রাবাস, বস্তি সর্বত্রই তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। একইভাবে, 'রেইনকোট' গল্পেও পাকিস্তানিদের নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞচলাকালীন ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জনজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অর্থাৎ, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে। আর এ দিকটিই 'রেইনকোট' গল্প ও আলোচ্য উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্য তৈরি করেছে।

ঘ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের বৃপায়ণ ঘটতে 'রেইনকোট' গল্পে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঘুমন্ত বাঙালির ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। পরবর্তীতে বাঙালিরা সংগঠিত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাকিস্তানি বাহিনীর শত নির্যাতনও বাংলার সূর্যসন্তানদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। বীরবিক্রমে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনে। বাঙালির এই আত্মত্যাগকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে 'রেইনকোট' গল্পের অবয়ব।

দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ আলোচ্য উদ্দীপকের উপজীব্য বিষয়। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাকিনা বিবি, হরিদাসীর মতো নারীদের স্বামী হারানোর কথা বর্ণিত হয়েছে। উঠে এসেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের অবকাঠামো ধ্বংসের কথা। তাদের বর্বর আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রাণ হারায় অসংখ্য বাঙালি। বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে তারা নিরস্ত্র মানুষের ওপর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাড়ি-ঘর, ছাত্রাবাস, বস্তি সর্বত্রই তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। কিন্তু শতনির্যাতনও স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে পারেনি।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পে সহজ-সরল একজন কলেজ-শিক্ষক নুরুল হুদা পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হন। মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগে তাঁর ওপর চালানো হয় নির্মম নির্যাতন তাঁর কাছ থেকে মুক্তিবাহিনীর অবস্থান জানতে চায় তারা। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের ভয়ে নুরুল হুদা ভীত হননি, বরং নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি নিজ সংকল্পে অটল থেকেছেন। অর্থাৎ, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি তাই যথার্থ।

প্রশ্ন ৬ তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটাল যত্রতত্র। / চ. বো. ১৬ / প্রশ্ন নম্বর-৩/

ক. 'রেইনকোট' গল্পটি কোন গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? ১

খ. 'এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা'— উক্তিটি বুঝিয়ে
দাও। ২

গ. "উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ সময়ের ভয়াবহতা 'রেইনকোট'
গল্পের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত"— মন্তব্যটি বুঝিয়ে দাও। ৩

ঘ. "রেইনকোট" গল্পে শিক্ষক নুরুল হুদার মানসিক পরিণতির যে
চিত্র বর্ণিত হয়েছে তার প্রতীকী ব্যঞ্জনা উদ্দীপকে নেই"—
মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'রেইনকোট' গল্পটি 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

খ প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিতে ভাষাশহিদদের স্মরণে নির্মিত শহিদ মিনার সম্পর্কে পাকিস্তানিদের দোসর প্রিন্সিপালের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে।

'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত প্রিন্সিপাল কটুর পাকিস্তানপন্থি। শিক্ষিত বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেন। বাঙালির স্বাধীনতার পথ বুদ্ধ করতে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীকে নানারকম পরামর্শ দেন। এরই অংশ হিসেবে, তিনি পাকিস্তানি বাহিনীকে দেশের সকল শহিদ মিনার ভেঙে ফেলার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, শহিদ মিনার মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উজ্জীবিত করে। তাই এগুলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা।

গ উদ্দীপকের বর্বরতার দিকটি 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধকালীন হানাদার বাহিনীর নির্যাতনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে রচিত হয়েছে 'রেইনকোট' গল্পটি। আলোচ্য গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। গল্পের কথক নুরুল হুদার বর্ণনা থেকে জানা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করে মানুষ হত্যা করে; বাড়ি-ঘর, গ্রাম, হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়। এমনকি তারা আজানরত মুয়াজ্জিনকেও গুলি করে হত্যা করে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে পাকিস্তানি বাহিনীর জঘন্য অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। নগর-জনপদ জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। এভাবে তারা স্বাধীনতাকামী জনতাকে স্তম্ভ করে দিতে চায়। তাদের বর্বর আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রাণ হারায় অসংখ্য বাঙালি। নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। বাড়ি-ঘর, ছাত্রাবাস, বস্তি সর্বত্রই তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। অর্থাৎ, 'রেইনকোট' গল্পের মতো উদ্দীপকটিও মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতাকে নির্দেশ করে।

ঘ মুক্তিযুদ্ধের নানা খণ্ডচিত্র থাকা সত্ত্বেও 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার মানসিক পরিণতির বিষয়টি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

'রেইনকোট' একজন ভীত মানুষের মাঝে মানসিক দৃঢ়তা ও দেশাত্মবোধ জাগরণের গল্প। আলোচ্য গল্পে ভীত প্রকৃতির মানুষ নুরুল হুদার আত্মজাগরণের কাহিনি বিধৃত হয়েছে। গল্পের শুরুতে নুরুল হুদাকে একজন ভীত মানুষ হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরার পর তিনি ক্রমশ দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী হয়ে ওঠেন।

দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাঙালি জনসাধারণের আত্মত্যাগ উদ্দীপকের উপজীব্য বিষয়। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাকিনা বিবি, হরিদাসীর মতো নারীদের স্বামী হারানোর কথা বিধৃত হয়েছে। উঠে এসেছে বাংলাদেশের অবকাঠামো ধ্বংসের কথা। এ ঘটনাগুলো আমাদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতার চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু এসব চিত্রে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার মানসিকতা পরিবর্তনের প্রতীকী তাৎপর্যের বিষয়টি নেই।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝে সঞ্চারিত হয় উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে তাঁর ওপর নেমে আসে নির্যাতন। এই নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান দেননি। মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনা নিজের মধ্যে লালন করায় হানাদারদের অত্যাচার তাঁর কাছে নিছক উৎপাত বলে মনে হয়। একইভাবে, উদ্দীপকেও রয়েছে পাকবাহিনীর হত্যা ও নির্যাতনের চিত্র। কিন্তু 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার মানসিকতার যে উত্তরণ লক্ষ করা যায়, তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সেদিক থেকে প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৭ সন্তানকে রক্ষা করতে নিজের বুকে গুলি পর্যন্ত খেলেন লিপি মণ্ডল। এরপরও শেষ রক্ষা হলো না। ছয় বছরের শিশু পুত্র পরাগ মণ্ডলকে দিন দুপুরে অপহরণ করে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা। শিশুটির এখনো কোনো খোঁজ নেই। এ ধরনের একটি ঘটনা তখনই ঘটে যখন আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি জনমনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে। /ব. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৩; সরকারি এম এ মজিদ ডিগ্রি কলেজ, দিঘলিয়া, বুলনা। প্রশ্ন নম্বর-২/

- ক. কার জন্য নুরুল হুদাকে তটস্থ থাকতে হয়? ১
- খ. নুরুল হুদার স্ত্রী কেন বাড়ি পান্টানোর জন্য হন্যে হয়ে লেগে গেলেন? ২
- গ. উদ্দীপকের লিপি মণ্ডলের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের সন্তানহারা লিপি মণ্ডল যেন 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদারই প্রতিনিধিত্ব করে।"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শ্যালক মিন্টুর জন্য নুরুল হুদাকে তটস্থ থাকতে হয়।

খ পাশের ফ্ল্যাটের গোলগাল মুখের মহিলা নুরুল হুদার স্ত্রীকে তাঁর মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বাড়ি পান্টানোর জন্য হন্যে হয়ে লেগে গেলেন।

নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু একজন মুক্তিযোদ্ধা। অন্যদিকে নুরুল হুদা ও তাঁর স্ত্রী ভীতু প্রকৃতির সাধারণ মানুষ। মিন্টুর ব্যাপারে তাঁরা সবসময়ই তটস্থ থাকেন। মিন্টুকে নিয়ে কেউ বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেই তাঁরা ভয় পেয়ে যান। তাই পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা যখন নুরুল হুদার স্ত্রীর কাছে ছোট ভাইয়ের খবর জানতে চায় তখন তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দূত নিবাস পরিবর্তনের জন্য অস্থির হয়ে যান।

গ উদ্দীপকের লিপি মণ্ডলের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে লিপি মণ্ডল সন্তানের জন্য নিজের বুকে গুলি খেতে দ্বিধা করেনি। যদিও লিপি মণ্ডলের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁর সন্তানকে রক্ষা করতে পারেনি, তবুও তাঁর ত্যাগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁর এমন ত্যাগ 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদা চরিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদাও তেমনি পাকিস্তানি বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে ভেবে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায় পাকবাহিনী। যদিও নুরুল হুদা স্বীকার করেন যে, মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি কোথায় তা তিনি বলেন না। কারণ মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে যদি নুরুল হুদার মৃত্যুও ঘটে তবে তাও তাঁর কাছে বড় ব্যাপার নয়, তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো তথ্য যেন পাকবাহিনী না জানে। আর এমন ত্যাগী মানসিকতাই নুরুল হুদা ও লিপি মণ্ডলকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

খ 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদা চরিত্রের সর্বোত্তম ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

শত্রুসেনার ডেরায় মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম সঞ্চারিত হয় তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে 'রেইনকোট' গল্পে। হানাদারদের অকথ্য নির্যাতনের মুখেও তিনি সাহস হারাননি। দেশের স্বাধীনতার তুলনায় নিজের জীবনের মূল্যকে তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে।

উদ্দীপকের লিপি মণ্ডলের জীবনবাস্তবতা অত্যন্ত দুর্বিষহ এবং বেদনাবহুল। সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য তিনি নিজের প্রাণকেও তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। তিনি নিজের বুকে গুলি পর্যন্ত খেলেন তবু সন্তানকে রক্ষা করতে পারলেন না। দিনে-দুপুরে পরাগকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। 'রেইনকোট' গল্পেও এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন নুরুল হুদা।

উদ্দীপকে চিত্রিত হয়েছে নিজ জীবনকে সংকটাপন্ন করে সন্তানকে বাঁচানোর একান্ত প্রচেষ্টা। গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে দখলদার বাহিনী নুরুল হুদার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের প্রাথমিক পর্যায়ে নুরুল হুদা বলেন যে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি সম্পর্কে তথ্য দেবেন না। ফলে তাঁকে ঝুলিয়ে বৃষ্টির মতো চাবুকের আঘাত করা হলেও, আঘাতকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে নিছক উৎপাত। উদ্দীপকের লিপি মণ্ডল সন্তানের জীবন রক্ষার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং এর মাধ্যমে সন্তানবৎসল দায়িত্বপরায়ণ মায়ের প্রতিমূর্তী হয়ে উঠেছেন। বস্তুত 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার যে দৃঢ় মানসিক শক্তির পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে তার প্রতিফলন আছে উদ্দীপকের লিপি মণ্ডলের মাঝে। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৮ ঘর থেকে বেরুতেই হাসিব গুলির শব্দ শুনতে পেল। ভয়ে ভয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই সদ্যমৃত একটা লাশ দেখতে পেল। হাসিব কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে কী বাসায় ফিরে যাবে, নাকি বাজারের দিকে যাবে। ছোট ছেলেটার জ্বরের কথা ভেবে ওষুধের দোকানের দিকে এগিয়ে চলল। বাজারের মোড়ের কাছে যেতেই তিন-চারজন রাজাকার তাকে ঘিরে ধরল। স্থানীয় স্কুলের সহকারী শিক্ষক হাসিব নিজের পরিচয়পত্র তাদের দেখালো। কিন্তু তারা পরিচয়পত্রটি ছুড়ে ফেলে দিল। মুক্তিবাহিনী সন্দেহে হাসিবকে চোখ বেধে নিয়ে গেল মিলিটারী ক্যাম্পে। /জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩/

- ক. 'দেখি তো; ফিট করে কিনা।' —কী ফিট করার কথা বলা হয়েছে? ১
- খ. পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও।' —কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে 'রেইনকোট' গল্পে বিধৃত ঘটনাবলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩
- ঘ. '১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জনজীবন ছিল আতঙ্কভরা।' — উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে অবলম্বনে উক্তিটির মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'দেখি তো; ফিট করে কিনা' —রেইনকোট ফিট করার কথা বলা হয়েছে।

খ প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ বলেছিল, 'পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। কারণ পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে।

প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ আহমদের মতে, শহিদ মিনারগুলো হচ্ছে পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। আর এই কাঁটা পাকিস্তানিদের পাক সাফ শরীরটাকে রোগে

আক্রান্ত করতে পারে। এগুলো উপড়ে ফেললেই পাকিস্তানকে বাঁচানো সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তিনি পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য সারাদিন দোয়া দরুদ পড়েন। আবার সেজন্যই মিলিটারির বড় কর্তাদের কাছে পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর জন্য অনুরোধ করেন।

গ উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে গল্পে বিধৃত ঘটনাবলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়েই বিদ্যমান।

মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় পাকিস্তানি বাহিনীর ধর-পাকড়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হতো সাধারণ মানুষকে। যে বাড়ির কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো, তাদের জন্য ছিলো আরো করুণ পরিণতি। গল্পে পাকিস্তানিদের নির্মমতার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র, সাধারণ মানুষ কেউই এই অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। উদ্দীপকের সাথে গল্পের এই দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে হাসিব একজন স্কুল শিক্ষক। যুদ্ধের সময় ছেলের জন্য ওষুধ আনার কারণে তাকে রাস্তায় বের হতে হয়। চারদিকের থমথমে পরিস্থিতি তাকে ভীত করে তোলে। এরপরেই রাজাকাররা তাকে আক্রমণ করে। 'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানি ও দেশীয় দোসরদের অত্যাচারের এই দিকগুলো উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে। কিন্তু গল্পের নুরুল হুদার মতো উদ্দীপকে কোন চেতনা বা গল্প মূর্ত হয়ে ওঠেনি। গল্পের সাথে উদ্দীপকের এই দিকটির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি মিলিটারির অত্যাচার ও নির্মমতায় জনজীবন ছিলো আতঙ্কময়।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নুরুল হুদা এই গল্পের কথক। তার জবানিতে বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র। রাস্তা-ঘাট, যানবাহন সবখানেই কেমন আতঙ্কময় পরিস্থিতি। নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু মত অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে তথ্য নিতে পাকিস্তানিরা নুরুল হুদার ওপরও চালায় অকথ্য নির্যাতন।

উদ্দীপকে হাসিব নামের লোকটি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাস্তায় বের হয়। রাস্তায় বের হয়েই সে গুলির শব্দ শুনতে পায়। চারদিকে থমথমে পরিস্থিতিতে সে প্রচণ্ড ভয় পায় এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাস্তা দিয়ে হেটে সে ওষুধের দোকানে যাবে, নাকি বাড়ি ফিরে যাবে এমন ভাবনা মনে আসতে আসতেই সে আক্রমণের স্বীকার হয়। দেশীয় রাজাকার বাহিনী তাকে আক্রমণ করে এবং মিলিটারি ক্যাম্প নিয়ে যায়। হাসিবের মতো এমন অনেক মানুষই বিনা দোষে অত্যাচারের স্বীকার হয়।

উদ্দীপক ও গল্পেই ভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের আড়ালে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের চিত্রই ফুটে উঠেছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জনজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো অবিশ্বাস আর আতঙ্কের দেওয়ালে বন্দি। গল্পে নুরুল হুদার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ এবং উদ্দীপকের হাসিবের ওপর রাজাকারদের আক্রমণ, দুই ক্ষেত্রেই পাকবাহিনী ও দেশীয় দোসরদের নানা অন্যায্য-অত্যাচার ও নির্মমতার বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এই কথা বলাই যায় যে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জনজীবন ছিলো আতঙ্ক ভরা।

প্রশ্ন ৯ বর্গি এলো খাজনা নিতে

মারল মানুষ কত।
পুড়ল শহর পুড়ল শ্যামল
গ্রাম যে শত শত।
হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তি সেনা
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

[কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মৃত্যু কত সালে?

১

খ. 'আবু ছোটমামা হয়েছে'— ছোট মেয়ের এই উক্তি প্রফেসর কেন চমকে উঠেন?

২

গ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. "উদ্দীপকের বর্গি আর 'রেইনকোট' গল্পের মিলিটারি একই আত্মার অভিন্ন রূপ"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মৃত্যু ১৯৯৭ সালে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে 'রেইনকোট' গল্পে বিধৃত মুক্তিযুদ্ধে হানাদারদের বিরুদ্ধে বাঙালি মুক্তিসেনাদের ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'রেইনকোট' গল্পটিতে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বহুমাত্রিক চিত্র। পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা ও মুক্তিসেনাদের লড়াই-সংগ্রাম গল্পটির উপজীব্য। উদ্দীপকেও হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিসেনাদের জোর লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছে।

উদ্দীপকের কবিতায় বর্গি বলতে পাকিস্তানি হানাদারদের বোঝানো হয়েছে। যারা নির্বিচারে কত শত মানুষ মেরেছে। শত শত গ্রাম-শহর পুড়িয়ে দিয়েছে। উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে হানাদারদের এমন নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি মুক্তিসেনাদের ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। যাদের আত্মত্যাগের কথা দেশের মানুষ কোনোদিন ভুলবে না। পাক-হানাদারদের এমন বর্বরতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণপণ প্রতিরোধ লড়াইয়ের চিত্র 'রেইনকোট' গল্পেও উদঘাটিত হয়েছে। এভাবে হানাদারদের সঙ্গে বাংলার মুক্তিসেনাদের বাস্তব লড়াইয়ের দিকটি উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে উঠে এসেছে।

ঘ ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতায় বাংলার নিরীহ মানুষদের ওপর নির্যাতন ও বর্বরতার চিত্র প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের বর্গি আর 'রেইনকোট' গল্পের মিলিটারি একই আত্মার অভিন্ন রূপ।

'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও বর্বরতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তানি মিলিটারি এ দেশের শহিদ মিনার ভেঙেছিল। সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালিয়েছিল, গুলি করে মানুষ হত্যা করেছিল। গ্রাম-শহরের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। লুটতরাজসহ নানারকম নিপীড়ন চালিয়েছিল তারা বাংলার মানুষের ওপর। তারা বাংলাদেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছিল।

উদ্দীপকের মারাঠা বর্গিরা এ দেশের নিরীহ প্রজাদের খাজনা আদায়ের নামে নির্মম নির্যাতন চালাত। তাদের মতোই পাকিস্তানি দস্যুরা বাংলার নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়। তাদের নির্যাতনে অসংখ্য মানুষ জীবন দান করে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়।

'রেইনকোট' গল্পে গল্পকার পাকিস্তানি মিলিটারি বা হানাদারদের বর্বরতার নিখুঁত ছবি তুলে ধরেছেন। অপারেশন সার্চ লাইটের নামে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকসেনারা ঢাকায় ভয়াবহ গণহত্যাকাণ্ড চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য বের করার জন্য পাকিস্তানি মিলিটারিরা প্রফেসর নুরুল হুদার শরীরটাকে ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে নরদানবের মতো চাবুকের বাড়ি মারতে থাকে। এমন নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে উদ্দীপকের বর্গিরা। খাজনা আদায়ের নামে তারা নিরীহ মানুষদেরকে নির্বিচারে মেরেছে। তাই ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতায় বলা যায় উদ্দীপকের "বর্গি আর 'রেইনকোট' গল্পের মিলিটারি একই আত্মার অভিন্ন রূপ।"— প্রশ্নোক্ত এমন মন্তব্যটি বাস্তব সত্য ও যথার্থ।

কত প্রাণ হলো বলিদান,

লেখা আছে অশ্রুজলে।

কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা

বন্দীশালার ওই শিকল ভাঙা

তারা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে,

যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।

যারা স্বর্গগত তারা এখনও জানেন

স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি।

[বরিশাল ক্যাডেট কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. মিসক্রিয়েন্টরা কারা? ১
- খ. 'আবু ছোট মামা হয়েছে।'— কথাটি কী অর্থ বহন করে? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতাংশের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের কী সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়?— তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে নুরুল হুদার মধ্যে সঞ্চারিত হয় যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম— তারই ব্যঙ্গনাময় প্রকাশ 'রেইনকোট'।— উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. দুষ্কৃতকারীরা হচ্ছে মিসক্রিয়েন্ট।

খ. মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেইনকোট পরার পর প্রফেসর নুরুল হুদাকে দেখতে মিন্টুর মতো লাগছে এ প্রসঙ্গে ছোট্ট মেয়ে এ উক্তিটি করেছে।

'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার অভিযোগে নুরুল হুদাকে সেনাক্যাম্প থেকে পাঠানো হয়। বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাচ্ছেন দেখে নুরুল হুদার স্ত্রী তাঁকে মিন্টুর রেইনকোট পরিয়ে দেয়। নুরুল হুদা বিপদ ও ঝুঁকি এড়িয়ে চলা একজন সাধারণ মানুষ। রেইনকোট গায়ে দেওয়ার পর তাঁর মধ্যে শক্তা তৈরি হয় যে, তাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো দেখাচ্ছে। ছোট্ট মেয়ে যখন এ কথা বলে তখন তিনি আরো শক্তিকত হয়ে পড়েন।

গ. নিরীহ বাঙালির ওপর পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচার এবং বাঙালির আত্মত্যাগের দিক থেকে 'রেইনকোট' গল্প ও উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। গল্পের কথক নুরুল হুদার বর্ণনা থেকে জানা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করে মানুষ হত্যা করে, বাড়ি-ঘর, গ্রাম, হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু এমন নির্যাতনও বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন দমিয়ে রাখতে পারেনি।

উদ্দীপকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। বাঙালিদের জন্মভূমির প্রতি যে ভালোবাসা তা-ই এর উপজীব্য বিষয়। তাদের কাছে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমি। তাদেরকে স্তম্ভ করার জন্য হানাদার বাহিনী নির্মম অত্যাচার চালায়। কিন্তু বাংলার তরুণ সন্তানরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনে। উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে উভয়ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচার এবং বাঙালিদের আত্মত্যাগের চিত্র ফুটে উঠেছে। আর দিকটিই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য তৈরি করেছে।

ঘ. 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার মানসিক পরিবর্তনের বিষয়টি ফুটে উঠেছে, তাই প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত।

'রেইনকোট' গল্পের কথক নুরুল হুদা। তিনি ভীতু প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরার পর তিনি ক্রমশ দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী হয়ে ওঠেন। আলোচ্য গল্পে ভীতু প্রকৃতির মানুষ নুরুল হুদার আত্মজাগরণের কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয়। পাকিস্তানি বাহিনী জঘন্য অত্যাচার করে বাঙালিদের ওপর এবং নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। কিন্তু বাঙালিরা সংগঠিত হয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাঙালির সূর্যসন্তানরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝে সঞ্চারিত হয় উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে তাঁর ওপর নেমে আসে নির্যাতন। এই নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান দেন নি। একজন ভীতু মানুষের মাঝে যে মানসিক দৃঢ়তা ও দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটেছে তাই হচ্ছে 'রেইনকোট' গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। উদ্দীপকেও বাঙালির দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা অর্জনের যে আত্মপ্রত্যয় তার চিত্রায়ন হয়েছে। সুতরাং মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১১ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে এক রাতের জন্য আশ্রয় দিয়েছিল রহমত। ভুল করে একজন মুক্তিযোদ্ধা একটি শার্ট ফেলে গেলে দিনমজুর রহমত শার্টটি গায়ে দিয়ে মাঠে কাজ করতে যায়। হঠাৎ সে নিজের ভেতর এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। সেদিন বাড়ি না ফিরে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য সীমান্ত পাড়ি দেয়।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. নুরুল হুদার শ্যালকের নাম কী? ১
- খ. 'আবু তা হলে মুক্তিবাহিনী'— কে, কেন বলেছে? ২
- গ. উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'মুক্তিযোদ্ধার শার্ট কিংবা 'রেইনকোট' ও কাউকে বদলে দিতে পারে'— উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. নুরুল হুদার শ্যালকের নাম মিন্টু।

খ. নুরুল হুদা বৃষ্টিতে বাইরে যাওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট পরায় তাঁর পাঁচ বছর ছেলে এ উক্তিটি করেছে।

কলেজের প্রিন্সিপাল পিওন ইসহাককে দিয়ে নুরুল হুদাকে তলব করলেন কলেজে যাওয়ার জন্য। বাইরে বৃষ্টি হওয়ায় তাঁর স্ত্রী তাঁকে মিন্টুর রেইনকোটটি পরে যেতে বলে। রেইনকোট গায়ে দেওয়ার পর নুরুল হুদার পাঁচ বছরের ছেলে তাঁকে দেখে বলে, আবু তাহলে মুক্তিবাহিনী। শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট গায়ে দেওয়ার জন্যেই তাঁর ছেলে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

গ. 'রেইনকোট' গল্পে একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম সঞ্চারিত হয়েছে সে দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা একজন শিক্ষক। তিনি ভীতু, দুর্বলচিত্ত ও পলায়নপর মানুষ। এক বাদলা দিনের সকালে কলেজের মিলিটারি ক্যাম্পে যাওয়ার সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরেন। এই রেইনকোটের স্পর্শ তাঁকে সাহসী করে তোলে। তিনি দৃঢ়চিত্ত এবং সাহসী হয়ে ওঠেন। তিনি মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমত নামের এক দিনমজুরের কাছে এক রাতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নেয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা ভুলে একটি শার্ট ফেলে গেলে রহমত সেটি গায়ে দেয়। শার্টটি গায়ে দেওয়ার পর তার শরীরে এক ধরনের উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। উদ্দীপক ও গল্প উভয়ক্ষেত্রেই অনুঘটকের প্রভাবে চেতনার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বলা যায়, গল্পের চেতনার পরিবর্তনের দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোট এবং উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধার শাট চেতনা জাগ্রত করণে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

আলোচ্য গল্পে নুরুল হুদা মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরার পর ক্রমশ সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে ওঠেন। তিনি মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হন। একজন মুক্তিযোদ্ধার পোশাকের স্পর্শে তার মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত হয়। সাধারণ ভীত প্রকৃতির নুরুল হুদার চেতনার পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই মিলিটারির অত্যাচার তাঁর কাছে উৎপাত বলে মনে হয়।

উদ্দীপকের রহমত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাদের একজনের ফেলে যাওয়া শাট গায়ে দেওয়ার পর তার মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত হয়। দেশস্বাধায়ে উজ্জীবিত হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য সীমান্ত পাড়ি দেন। মুক্তিযোদ্ধার শাট তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের রহমত ও 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা উভয়ের নিকট যথাক্রমে 'শাট ও 'রেইনকোট' চেতনা পরিবর্তনের প্রেরণারূপে দেখা দিয়েছে। শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট পরে যেমন নুরুল হুদার মানসিকতার পরিবর্তন হয়, তেমনি মুক্তিযোদ্ধার শাট পরে রহমতের মানসিকতার পরিবর্তন দেখা যায়। নুরুল হুদা রেইনকোট পরার পর মিলিটারির অত্যাচার তাঁর কাছে রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ার মতো অগ্রাহ্য বিষয় বলে মনে হয়। এই যে সাহসী ও দৃঢ়চেতা মনোভাব তা তাঁর মধ্যে পূর্বে দেখা যায়নি। উদ্দীপকের রহমতও মুক্তিযোদ্ধার শাট পরার পূর্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়নি। শাট গায়ে দেওয়ার পরই তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সংকল্প দৃঢ় হয়। উদ্দীপক ও গল্পে মানসিকতার এই ইতিবাচক পরিবর্তনে মুক্তিযুদ্ধের শাট ও রেইনকোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই আলোচ্য উক্তিটিকে যথাযথ বলা যায়।

প্রশ্ন ১২ কালের স্মারক থাক অথবা না থাক সেই আত্মহুতির স্বীকৃতি। সে আছে নিসর্গ ঘাসে মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত অমলিন। ফিরে আসে ক্রান্তিকালে জনচেতনায় সেই স্মৃতি। মনে পড়ে অবিনাশী দিন— এই যে ভূ-খণ্ড সাতপুরুষের ঋণ।

কী করে ভুলব তাকে— যে আমার রক্তসহোদর সংগ্রামে শান্তিতে বিপ্লবে স্পর্ধায় প্রাণের প্রতীক যে নামের উচ্চারণে ঠোট কাঁপে আবেগের মেঘ খরখর কী করে ভুলব তাকে স্বাধীনতা প্রিয় যার প্রাণের অধিক।

[হৃদয় কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. নুরুল হুদা রাস্তায় বেরুলে কী রেডি রাখে? ১
খ. ইসহাককে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ কেন? ২
গ. 'স্বাধীনতা প্রিয় যার প্রাণের অধিক' চরণটির সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সম্পৃক্ততা কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির পাশাপাশি অপশক্তিও সক্রিয় ছিল"— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক নুরুল হুদা রাস্তায় বেরুলে সব সময় ঠোটের ওপর পাঁচ কালেমা রেডি রাখেন।

খ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় ইসহাক মিয়াকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ থাকে।

ইসহাক মিয়া ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপালের পিয়ন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইসহাক বাঙালিদের পক্ষ অবলম্বন না করে পাকিস্তানিদের পক্ষ নেন। এমনকি তিনি বাংলা বলা ছেড়ে উর্দু বলা শুরু করেন। তিনি মিলিটারিদের আস্থাভাজন ছিলেন। মিলিটারিরা কলেজে আসার পর তার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়, এজন্য তাকে দেখে কলেজের সবাই ভয়ে তটস্থ থাকে।

গ 'স্বাধীনতা প্রিয় যার প্রাণের অধিক'— চরণটির সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পের দেশের প্রতি নিবেদিত প্রাণের বিষয়টি সম্পৃক্ত।

'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে দেশমাতৃকার প্রয়োজনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জীবন বাজি রেখে সে হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। দেশাত্মবোধের কারণে নিজের জীবন নিবেদন করেন।

উদ্দীপকে 'স্বাধীনতা প্রিয় যার প্রাণের অধিক'— চরণটিতে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিছু মানুষ দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জীবনবাজী রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের কাছে স্বাধীনতা প্রাণের চেয়ে প্রিয়। 'রেইনকোট' গল্পে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেও স্বাধীনতা প্রাণের অধিক প্রিয়। তাই তারা জীবনের পরোয়া না করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেশের জন্য আত্মনিবেদনের দিক থেকে 'রেইনকোট' গল্প ও উদ্দীপকের চরণটির মধ্যে সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়।

ঘ 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির পাশাপাশি অপশক্তির সক্রিয়তার দিকটিও তুলে ধরা হলেও উদ্দীপকে স্বাধীনতার সপক্ষ মস্তি মহিমাকীর্তন করা হয়েছে যা প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ করে তুলেছে।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি অপশক্তির চেতনাধারী ব্যক্তিদের চরিত্রও চিত্রায়ণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে পাকবাহিনী নির্মম অত্যাচার চালায়। পরবর্তীতে অত্যাচারিত বাঙালি স্বাধীনতার স্বপ্নে দৃঢ় আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু কিছু বাঙালি আবার স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তির সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের লোকদেরই ভয়ভীতি দেখাতে থাকে।

উদ্দীপকে দেশের প্রতি আত্মহুতি দেওয়া ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের আত্মহুতিকে স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও তারা মানুষের মনে চির অমলিন। অপশক্তির সক্রিয়তায় স্বাধীনতা ভুলুষ্ঠিত হয় এবং তাদের চক্রান্তে সোনার ছেলেদের জীবন দিতে হয়। কিন্তু এরপরও দামাল ছেলেরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পিছপা হয় না।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির পাশাপাশি অপশক্তির সক্রিয়তার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। যদিও 'রেইনকোট' গল্পে বিষয়টি মূর্ত হলেও উদ্দীপকে এটি বিমূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে লেখক মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতার পাশাপাশি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের নির্মম অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। উদ্দীপকে প্রতিরোধ সংগ্রামে জাতির বীর সন্তানদের যে আত্মত্যাগ সে বিষয়টি ফুটে উঠেছে। উভয়ক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সপক্ষ শক্তির অসীম সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ এবং অপশক্তির অত্যাচারের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩ ডালিম গাছের মৃদ ছায়া আর রোদুর শোভিত

মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শাট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানায় চিমনি-চুড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে-কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র বলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে
চেতন্যের প্রতিটি মোর্চায়..
আসাদের শাট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

[মাইনস্টোন কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পে কখন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে? ১
খ. 'এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পটি কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক ভাব ধারণ করেনি— মন্তব্যটি যুক্তিসহকারে মূল্যায়ন করো। ৪

ক 'রেইনকোট' গল্পে ভোররাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

খ আলোচ্য উক্তিটিতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় গল্পের কথক নুরুল হুদার একটি মানসিক অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরিচালনা করে। তারা গ্রামের ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে নৌকা করে অস্ত্র নিয়ে আসে। এখানকার মানুষগুলো চোখে খালি নৌকা দেখে। এ নৌকার ভেতরেই পরিপূর্ণ অস্ত্র রয়েছে। নুরুল হুদা তা সহজেই বুঝতে পারে। তার ভয়, আশঙ্কা জাগ্রত হয়। কিন্তু গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গোপনে অস্ত্র এনে দেশের স্বাধীনতার জন্য হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এখানে গেরিলাদের যুদ্ধ প্রকৃতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহৃত রেইনকোট মানুষকে অনুপ্রাণিত করার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহৃত রেইনকোট কীভাবে একজন ভিত্ত প্রকৃতির মানুষের মাঝে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে সেই বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আর উদ্দীপকে শহীদ আসাদের শার্ট বাঙালিকে দেশপ্রেমের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। এই গণবিপ্লবে পাক সরকারের নির্দেশে পুলিশের গুলিতে আসাদ শহীদ হন। এরপর আন্দোলন আরো বেগমান হয়। আসাদের রক্তমাখা শার্ট বাঙালিকে জাতীয়তাবোধে জাগ্রত করে। আর এই জাতীয়তাবোধে জাগ্রত হয়েই বাঙালিরা ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। তাই কবি এখানে প্রতীকী অর্থে বলেছেন আসাদের শার্ট যেন আজ আমাদের প্রাণের পতাকা। এই পতাকা আজ শহরের প্রধান সড়কে, কারখানায় চিমনি-চুড়ায়, গমগমে এভেন্যুর আনাচে-কানাচে পতপত করে উড়ছে। জাতীয় পতাকা যেমন আমাদের মাঝে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে, তেমনি আসাদের রক্তভেজা শার্ট ও ১৯৫৯ সালে বাঙালিকে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। 'রেইনকোট' গল্পেও দেখা যায়, মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেইনকোট ভীতু নুরুল হুদাকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ দিকটিই উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহৃত সামগ্রী মানুষকে দেশপ্রেমের চেতনায় অনুপ্রাণিত করার দিকটি ফুটে উঠলেও তা আলোচ্য গল্পের সামগ্রিক ভাবকে ধারণ করেনি।

'রেইনকোট' গল্পে আমরা দেখি মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর ব্যবহৃত রেইনকোটটি পরে ভীতু নুরুল হুদার অনুভূতির পরিবর্তন ঘটে। রেইনকোটটি গায়ে দিয়ে ভীতু নুরুল হুদার মাঝে সঞ্চারিত হয় উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম। রেইনকোটটি যেমন অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছে উদ্দীপকের আসাদের রক্তমাখা শার্টও বাঙালির দেশাত্মবোধ ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া আসাদের শার্ট বাঙালির চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বাঙালির মাঝে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। ফলে বাঙালিরা অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আর এরই পথ ধরে অর্জিত হয়েছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

'রেইনকোট' গল্পে আমরা দেখি, মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু নুরুল হুদার মধ্যে সাহস ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ বিষয় ফুটে উঠেছে। তবে 'রেইনকোট' গল্পের বিষয়বস্তু আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ গল্পে পাকবাহিনী অত্যাচার, নিপীড়ন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ তৎপরতা, মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানসহ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকে এগুলো অনুপস্থিত। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক ভাবকে ধারণ করেনি বরং একটি বিশেষ অংশকে তুলে ধরেছে।

প্রশ্ন ১৪ চকচকে রোদ। সড়কের উত্তরে রাইফের রেঞ্জের মধ্যে গামছাপরা এক কিশোর তিন-চারটে গরু খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় ছালা বোঝাই ঘাস। কাঁধে লাঙল-জোয়াল। সম্ভবত সে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। মুক্তি! মুক্তি! একজন সৈনিক চিৎকার করে ওঠে। কাঁহা? কাঁহা? অপরেরা প্রশ্ন করে। সৈনিকটি জবাব দেয়, 'ভাহনা তরফ দেখ।' কলিমদ্দি দফাদার সবিনয়ে বলতে চায়, মুক্তি নেহি ক্যাপ্টিন সাব; উয়ো রাখাল হ্যায়, মেরা চেনাজানা হ্যায়। চুপ রাও সালে কাফের কা বাচ্চা কাফের। মুক্তি, আলবৎ মুক্তি। বলেই সকলে একসঙ্গে গুলি ছোঁড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। কলিমদ্দি দফাদারের বাল্যকালের পাতানো দোস্ত সাইজদি খলিফার ষোলো বছরের ছেলে একবার মাত্র মা বলে। ধরাশায়ী দেহটা থেকে আর কোনো ধ্বনি কানে আসে না।

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. মিলিটারি নুরুল হুদাকে কোন ভাষায় প্রশ্ন করেছিল? ১
খ. শহিদ মিনারকে কেন পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে 'রেইনকোট' গল্পের কোন ঘটনার মিল রয়েছে এবং কীভাবে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে ফুটে ওঠা নির্বিচার হত্যা ও পাশবিক আচরণের জন্যেই পাকিস্তানিদের নিয়ে এ দেশের মানুষের মধ্যে সব সময় আতঙ্ক বিরাজ করত।"— মন্তব্যটি 'রেইনকোট' গল্পে অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মিলিটারি নুরুল হুদাকে ইংরেজি ভাষায় প্রশ্ন করেছিল।

খ প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিতে শহিদ মিনার সম্পর্কে প্রিন্সিপালের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে।

'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত প্রিন্সিপাল কট্টর পাকিস্তানপন্থি। শিক্ষিত বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেন। এদেশের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করতে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের নানারকম পরামর্শ দেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীকে দেশের সকল শহিদ মিনার ভেঙে ফেলার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, শহিদ মিনার এদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উজ্জীবিত করে। তাই এগুলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটার সাথে তুলনীয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনায় 'রেইনকোট' গল্পের পাকবাহিনীর নৃশংসতা ও নির্যাতনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। শত শত গ্রাম, শহরের বস্তি ও স্থাপনা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। 'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক এক রাখাল বালককে গুলি করে হত্যা করার চিত্র ফুটে উঠেছে। নিরীহ রাখাল বালক দিন শেষে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু নির্মম পাকিস্তানি সৈন্যের বন্দুকের গুলি থেকে সে রেহাই পায়নি। তাদের আচরণ ছিল হিংস্র পশুর চেয়েও ঘৃণ্য। তারা এ দেশের মানুষকে এতটাই তুচ্ছ মনে করত যে সামান্য কারণেই হত্যা করত। এরূপ নির্মমতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'রেইনকোট' গল্পেও। এদিক থেকেই উদ্দীপকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের মিল ফুটে ওঠে।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের চিত্রায়ন ঘটেছে।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ভয়াবহতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। লেকচারার নুরুল হুদা যখন প্রিন্সিপালের ডাকে কলেজে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান মিলিটারিরা বাস থেকে যাত্রীদের নামাচ্ছে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাদের শরীরে তন্নানি চালাচ্ছে। কয়েকজনকে আবার তারা অন্য একটি লরিতে তুলে নিচ্ছে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র লক্ষ করা যায়। পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণভাবে এ দেশের অবকাঠামো ভেঙে দিয়েছিল। বাঙালির জীবন তাদের কাছে ছিল তুচ্ছ। যুদ্ধের সময় পশুপাখির মতো তারা মানুষ হত্যা করেছে। উদ্দীপকের রাখালকে হত্যা করার মাধ্যমে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে এবং 'রেইনকোট' গল্পে পাকবাহিনীর নির্মম নৃশংসতার চিত্র ফুটে উঠেছে। মিলিটারিরা পথ চলতি জনসাধারণকে হঠাৎ থামিয়ে তাদের ওপর স্টেনগান তাক করে রেখে সারা শরীর তল্লাশি করে। তাদের এ অমানুষিক নির্যাতনের কারণে এ দেশের মানুষ সর্বদা আতঙ্কিত থাকত। কেননা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের সকল মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা। আলোচ্য গল্পের নুরুল হুদার স্ত্রীকে যখন পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী তার ভাই মিন্টুর কথা জানতে চায়, তখন তার স্ত্রী দূত বাসা পাল্টানোর জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। কেননা মিন্টু ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাছাড়া আচমকা কলিংবেল শুনেও সবাই ভয়ে শিহরিত হতো পাকবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে। পাকবাহিনীর অত্যাচার এতটাই নৃশংস ছিল যে, জনগণ সর্বদা তটস্থ থাকতো হামলার ভয়ে। অনুরূপ চিত্র উদ্দীপকেও পাই। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, প্রশ্নোত্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৫ "১৭ মে ১৯৭১, সোমবার রেডিও-টিভিতে বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে প্রোগ্রাম করিয়ে কর্তাদের তেমন সুবিধা হচ্ছে না বোধ হয়। তাই এখন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ধরে ধরে তাদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কূটকৌশল শুরু হয়েছে। আজকের কাগজে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর নাম দিয়ে এক বিবৃতি বেরিয়েছে। [...] এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দে ও সাগ্রহে সই দিলেও বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী যে বেয়নেটের মুখে সই দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।" [তথ্যসূত্র: 'একাত্তরের দিনগুলি'— জাহানারা ইমাম]

[ঢাকা কমান্স কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৩]

- ক. 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. রেইনকোট পরার পর থেকে নুরুল হুদার হাত-পা কেন শিরশির করতে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কারণটি 'রেইনকোট' গল্পের কোন বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা তুলে ধরো। ৩
- ঘ. 'পাকিস্তানিদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এদেশের মানুষ দেশকে স্বাধীন করার নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল'— উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে আলোচনা করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ দুষ্কৃতিকারী।
- খ. মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরার পর নুরুল হুদার অনুভূতির পরিবর্তন ঘটায় তাঁর পা শিরশির করতে থাকে।
নুরুল হুদা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে খুব ভয় পেতেন। কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধার রেইনকোট তাঁর অনুভূতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরে তিনি নিজের ভেতরে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করেন। তিনি ক্রমেই সাহসী হয়ে ওঠেন। এই পরিবর্তিত অনুভূতির তাড়নায় তাঁর পা শিরশির করতে থাকে।
- গ. বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের দিয়ে খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়ানোর কারণটি 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক এদেশে সবকিছু যে স্বাভাবিকভাবে চলছে তা বোঝানোর চেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিশ্ববাসীকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক। তাদের ভাষায়, কিছু দুর্বৃত্ত পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করলেও পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন চেষ্টা করেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে না পারায় বিভিন্ন কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। এরই অংশ হিসেবে তারা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অনেক শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের দিয়ে পত্রিকায় তাদের পক্ষে বিবৃতি দেওয়ায়। 'রেইনকোট' গল্পেও প্রফেসর নুরুল হুদার কথায় একই রকম কাজের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। নুরুল হুদা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কথা জানালে তিনি বলেন, 'রেডিও-টিভিতে তো বলছে সবকিছু নর্ম্যাল।' তাই তাকে নিয়ে তার স্ত্রীর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। অর্থাৎ, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে দেশকে স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা লক্ষণীয়।

ঘ. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানারকম কূটকৌশল ও বাঙালিদের লক্ষ্য অর্জনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। গল্পে লক্ষণীয়, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানারকম অপচেষ্টা ও অপকৌশল প্রয়োগ করে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে নস্যাত করতে চেয়েছিল। তারা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ব্যবহার করে বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়নি। কিন্তু আমরা নুরুল হুদার চোখ দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ অবস্থাই প্রত্যক্ষ করি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে কৃত্রিমভাবে স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল দেখাতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা দেশের বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের দিয়ে জোর করে বিবৃতি দেওয়ায়। রেডিও-টেলিভিশনে সবসময় মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী হিসেবে প্রচার করে। রাষ্ট্রকে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক দেখাতে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে।

'রেইনকোট' গল্পে হানাদারদের অপকৌশল লক্ষণীয়। কিন্তু তাদের এই কূটকৌশল বাঙালিদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বাঙালি নানারকম অপপ্রচারের জবাবে আরও বেশি তৎপর হয়েছে। কুলি বেশে মিলিটারি ক্যাম্পের পাশে হামলা করে হানাদারদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। একইভাবে উদ্দীপকেও মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার কারণে হানাদার বাহিনীর অসহায় অবস্থা লক্ষণীয়। দিনরাত রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপপ্রচার চালিয়েও যখন কাজ হচ্ছিল না তখন তারা বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে জোর করে বিবৃতি দেওয়ায় এবং নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের কোনো অপকৌশলই মুক্তিযোদ্ধাদের দমাতে পারেনি। তাই বলা যায়, 'পাকিস্তানিরা সিচুয়েশন নর্মাল বললেও বাঙালিরা সেটিকে পাত্তা না দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করার নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল'— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৬ চকচকে রোদ। সড়কের উত্তরে রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে গামছা পরা এক কিশোর তিন চারটে গরু খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় ছালা বোঝাই ঘাস। কাঁধে লাঙল-জোয়াল। সম্ভবত সে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। মুক্তি মুক্তি। একজন সৈনিক চিৎকার করে ওঠে।
'কাঁহা? কাঁহা? অপরেরা প্রশ্ন করে।
ডাহনা তরফ দেখো।'
কলিমুদ্দিন দফাদার সবিনয়ে বলতে চায় মুক্তি নেহি ক্যান্টিন সাব, উয়ো রাখাল হয়, মেরা চেনা জানা হয়। 'চুপরাও সালে কাফের কা বাচ্চা কাফের। মুক্তি আলবৎ মুক্তি, বলেই সকলে এক সঙ্গে গুলি ছোড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে? ১
 খ. 'এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা'— উক্তিটির তাৎপর্য কী? ২
 গ. উদ্দীপকের কিশোর 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? সে সাদৃশ্যের স্বরূপ তুলে ধরো। ৩
 ঘ. 'জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে'— উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'রেইনকোট' গল্পটি 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের কিশোর 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা একজন ভীতু প্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি। মুক্তিযুদ্ধের সাথে নুরুল হুদার কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাকে সন্দেহ করে। তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কোন খবর দিতে না পারায় তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। নিরীহ নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তাকে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে একটি কিশোরের কথা বলা হয়েছে। সে সড়কের উত্তর দিক দিয়ে তিন চারটে গরু খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার মাথায় ছিল ছালা বোঝাই ঘাস এবং কাঁধে লাঙাল-জোয়াল। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। কিন্তু এক সেনা মুক্তি মুক্তি বলে চৈচিয়ে উঠলে কলিমুদ্দিন দফাদার সবিনয়ে বলে যে সে মুক্তি নয়। তবুও গুলি করে নিরীহ কিশোরটিকে মেরে ফেলে পাকবাহিনী। নিরপরাধ কিশোরটির পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ও নিরপরাধ নুরুল হুদার পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'রেইনকোট' গল্পে স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের ভয়াবহ অবস্থার কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

'রেইনকোট' গল্পটি রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার রাজধানী ঢাকার ভয়াবহ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘ শোষণ-নিপীড়নের পর ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত শহরবাসির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বাঙালিরা ঐক্যবন্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নির্যাতনের ভয়াবহতা বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। বৃকের তাজা রক্ত দিয়ে তাঁরা এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র লক্ষ করা যায়। পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণভাবে এদেশের অবকাঠামো ভেঙে দিয়েছিল। বাঙালির জীবন তাদের কাছে ছিল তুচ্ছ। যুদ্ধের সময় পশু-পাখির মতো তারা মানুষ হত্যা করেছে। উদ্দীপকের রাখালকে হত্যা করার মাধ্যমে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞে ঢাকা শহরের অধিবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সহজ-সরল নুরুল হুদা ও মসজিদের মোয়াজ্জিন যেন উদ্দীপকের নিরীহ রাখাল বালকেরই প্রতীব্য। তাদের এমন অবস্থা ই বলে দেয় সমসাময়িক পরিস্থিতির ভয়াবহতা। গল্পের নুরুল হুদা চারবার বাসা পরিবর্তন করেও তার নিয়তিকে পাল্টাতে পারেনি। দেশের জনসাধারণ যেন জিম্মি হয়ে গিয়েছিল তাদের হাতে। এহেন অবস্থায় বাঙালি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে। এমন বাস্তবতায় প্রশ্লোক্ত উক্তি যৌক্তিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ১৭ "পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত

ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে

নতুন নিশানা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা।" /সাজার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, ধুলনা। প্রশ্ন নম্বর-২/

- ক. কোন দিন বৃষ্টি হলে সাত দিন থাকে? ১
 খ. নুরুল হুদাকে বাসা পাল্টাতে হয়েছিল কেন? ২
 গ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চিত্র কীভাবে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে যে চেতনার বিকাশ ঘটেছে, তার স্বরূপ উন্মোচন করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. শনিবার দিন বৃষ্টি হলে সাত দিন থাকে।

খ. নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে এ খবরটি লুকিয়ে রাখার জন্য তাকে বাসা পাল্টাতে হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে মিন্টু জুনের ২৩ তারিখে বাড়ি থেকে চলে যায়। এর পরই সে বাসা পরিবর্তন করল। একদিন এক প্রতিবেশি মহিলা নুরুল হুদার বউয়ের কাছে তার ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে ভয়ে আবার বাসা পাল্টাতে হয়। শ্যালক মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের খবর লুকিয়ে রাখতেই বউয়ের চাপাচাপিতে নুরুল হুদাকে বাসা পাল্টাতে হয়েছিল।

গ. মুক্তিযুদ্ধে ভার, চেতনা ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি প্রকাশের মাধ্যমে উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকা শহরের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে আতঙ্কগ্রস্ত সাধারণ মানুষের অবস্থাও বিবৃত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। নুরুল হুদা নামের এক সাধারণ ও ভীতু প্রকৃতির মানুষও শেষ পর্যন্ত অদম্য শক্তির পরিচয় দেয়। তার এই শক্তিই সমগ্র বাঙালির শক্তির পরিচয় হয়ে স্বাধীনতার আশা জাগায়।

উদ্দীপকের কবিতায় স্বাধীনতা আদায় করে নেওয়ার এক অদম্য শক্তির ইজিত দিয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি তুলে নতুন পতাকা উড়ানোর কথা বলা হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপকে। আরও বলা হয়েছে দিগ্বিদিক দামামা বাজিয়ে স্বাধীনতাকে আসতেই হবে। স্বাধীনতাকে আসতেই হবে এমন সাহসী ও শক্তিমান আহ্বানে বাঙালির সাহসী প্রতিরোধের দিকটি প্রকাশ পায়। 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদাকে যখন পাকিস্তানিরা নির্যাতন করছিল তখন তার মধ্যে যে সাহস ও দেশপ্রেম সঞ্চারিত হয় তা আসন্ন স্বাধীনতাকে আহ্বান জানিয়েছে একই সাথে গল্পটি মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রকাশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পটিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার চেতনার বিকাশ ঘটেছে।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন সাধারণ ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার সাহসী ও প্রতিরোধী হয়ে ওঠার দিকটি বিবৃত হয়েছে। গল্পের শুরুতে নুরুল হুদাকে একজন ভীতু অতি সাধারণ প্রফেসর হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এবং শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেইনকোটের রূপকে সে প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া এমন অদম্য চেতনা স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনবার শক্তি যোগায়।

উদ্দীপকের কবিতায় স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনবার অদম্য প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে স্বাধীনতাকে আসতেই হবে। এমন নতুন নিশানা উড়িয়ে দিচ্ছিদিদক দামামা বাজিয়ে স্বাধীনতাকে আসতে হবে। উদ্দীপকের কবির এমন বলিষ্ঠ উচ্চারণে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের অদম্য চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'রেইনকোট' গল্পেও স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার এমন অদম্য চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।

'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদাকে পাকিস্তানি বাহিনী নির্যাতন করে তার কাছ থেকে মুক্তিবাহিনীর সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে বলে। কিন্তু সে হঠাৎ নিজের মধ্যে এক অদম্য শক্তি অনুভব করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। নুরুল হুদার এমন অদম্য মনোভাব স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার চেতনা প্রকাশ করে। যে চেতনা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার চেতনা বিকশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮ কলিমদ্দি দফাদার সবিনয়ে বলতে চায়, 'মুক্তি নেহি ক্যান্টেন সাব, উয়ো রাখাল হ্যায়, মেরা চেনাজানা হ্যায়।'— 'চুপ রাও সালে কাফের কা বাচ্চা কাফের। মুক্তি, আলবৎ মুক্তি।' বলেই সকলে একসঙ্গে গুলি ছোড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে। ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। কলিমদ্দি দফাদারের বাল্যকালের পাতানো দোস্ত সাইজদ্দি খলিফার ষোলো বছরের ছেলে একবার মাত্র 'মা' বলে। দেহটা থেকে আর কোনো ধ্বনি কানে আসে না।

[কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-২/]

- ক. উর্দুর প্রফেসরের নাম কী? ১
খ. 'রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে পাকবাহিনীর নির্যাতনের তুলনামূলক বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।" তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক উর্দুর প্রফেসরের নাম- আকবর সাজিদ।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে পাকবাহিনীর মুক্তিযুদ্ধের সময় চালানো নির্যাতনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

'রেইনকোট' গল্পে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকায় পাক বাহিনীর নির্যাতনের বর্ণনা রয়েছে। সে নির্যাতনে বাংলাদেশের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ ছাত্র-জনতা নিষ্পেষিত হয়েছিল। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা নির্যাতনকে আলোচ্য গল্পের সেই নির্যাতনের সাথে তুলনা করা যায়।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পাকবাহিনী বাংলায় যে নিষ্ঠুরতা চালিয়েছিল তার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সে সময় কোনো মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। যাকে যেখানে পাওয়া যেত মিলিটারি ও তাদের দোসররা তাকে ধরে নিয়ে যেত। পুরুষদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হতো। নিষ্ঠুর সে হত্যার একটি দৃষ্টান্ত উদ্দীপকের রাখালের মাঝে বর্তমান। যাকে কলিমদ্দি দফাদার বাঁচানোর চেষ্টা করে। উর্দুতে মুক্তি চেয়ে মিলিটারির কাছে তিনি আবেদন করেছিলেন। রাখাল তার পরিচিত বলে তিনি তার মুক্তি প্রত্যাশা করেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা উন্টো ভর্ৎসনা করে কাফেরের বাচ্চা কাফের বলে ছেলেটিকে সম্বোধন করে। এরপর সকল সেনারা একসঙ্গে গুলি ছোড়ে। এতে পুরো এলাকা গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে। কলিমদ্দি দফাদারের বাল্যকালের দোস্ত সাইজদ্দির ষোলো বছরের ছেলেটি গুলি খেয়ে 'মা' বলে লুটিয়ে পড়ে। উদ্দীপকের এ নির্যাতনের চিত্র 'রেইনকোট' গল্পের নির্যাতনের সাথে তুলনীয়। আলোচ্য গল্পেও মিলিটারিরা বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন লাগিয়ে একের পর এক মানুষ মারে। মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। ঢাকা কলেজের শিক্ষকদের ধরে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালায়।

ঘ উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সমগ্রতা নয়। আংশিক আবহকে প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র।

'রেইনকোট' গল্পে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকা শহরের স্থবির চিত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা ও শক্তিমত্তা, পাকবাহিনীর দোসরদের ভূমিকা, মিলিটারির নৃশংসতাসহ রেইনকোটের বৃপক শক্তি। শিক্ষক নুরুল হুদা যে রেইনকোট গায়ে জড়িয়ে আলাদা শক্তি অনুভব করে। উদ্দীপকটি আলোচ্য গল্পের এই বিশালতাকে স্পর্শ না করে কেবলমাত্র নির্যাতনের আংশিক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ছিল।

উদ্দীপকে স্থান পেয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার পাকসেনাদের নির্যাতনের একটি খণ্ডচিত্র। যেখানে কলিমদ্দি দফাদারের পরিচিত এক রাখালকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। দফাদার যেহেতু উর্দু বলতে পারে তাই তিনি উর্দুতে মিলিটারির কাছে রাখাল ছেলেটির মুক্তির আবেদন জানায়। মিলিটারিরা তার কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে রাখালকে কাফেরের বাচ্চা কাফের বলে সাব্যস্ত করে এবং একযোগে গুলি করে হত্যা করে। সেখানে কলিমদ্দি দফাদারের ছোটবেলার দোস্ত সাইজদ্দি খলিফার ষোলো বছরের ছেলেটি গুলি খেয়ে 'মা' বলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে যায়।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঢাকার থমথমে পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে তখনকার মুক্তিবাহিনী ও পাক মিলিটারির ভূমিকাও উঠে এসেছে। ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের ফলে ঢাকা কলেজের সামনে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস হয়। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ড. আফাজ আহমদ। তিনি মনে প্রাণে পাকিস্তানের সফলতা কামনা করতেন। পাকসেনারা ঢাকা শহরের বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন দিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়—এসব নিয়ে তিনি কোনো আওয়াজ করেন না এবং দিনরাত পাকিস্তানের জন্য তিনি দোয়া-দুরুদ পড়েন। তিনি মনে করেন পাকিস্তানকে বাঁচাতে হলে সব স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাতে হবে। এজন্য পাক সেনাদের কাছে তিনি সে মর্মে আবেদন করেন এবং সফল হন। তিনি ছাড়াও আলোচ্য গল্পে রাজাকারদের সহযোগিতায় মেয়েদের ধরে নিয়ে ক্যাম্পে নির্যাতনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। গল্পে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট পরে নুরুল হুদা ভয়হীন হয়ে সাহস, উষ্ণতা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়। কলেজের সামনের ট্রান্সফর্মার ধ্বংস হওয়ার সূত্রে শিক্ষক নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালানো হয়। তাদের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান জানতে চায় পাক মিলিটারিরা। উদ্দীপকে আলোচ্য গল্পের এই সমগ্রতা স্থান পায়নি।

প্রশ্ন ১৯ ১৯৭১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কোন এক সোমবার। সকাল দশটা দশ।

কিসের যেন শব্দ হলো একটা

অতঃপর

ধোঁয়ায় ঢাকা ধুলার সূতের পর

পড়ে থাকে বাইশ বছরের যুবক

কী গভীর মমতায় গুলিগুলো স্পর্শ করলো

যুবকের বুক মাথা উরু।

যুবকের স্বর মুক্ত হলো, যেন স্বাধীনতার শুরু।

[ক্যাম্পাসে পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। প্রশ্ন নম্বর-৪/]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পটি কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
খ. 'রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ৩
ঘ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের অবস্থা আলোচনা করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'রেইনকোট' গল্পটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের পাকিস্তানি বাহিনীর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের কথা ফুটে উঠেছে।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পে ঢাকা কলেজের দুজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালায় পাকিস্তানি হানাদাররা। নির্যাতনের উদ্দেশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান পাওয়া। শিক্ষক নুরুল হুদা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ আছে এ সন্দেহের ভিত্তিতেই তাঁর ওপর শুরু হয় নির্মম অত্যাচার।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের সময় শহিদ হওয়া এক যুবকের কথা বলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হানাদার বাহিনীর মুহূর্মুহু গুলিবর্ষণের সময় তার গায়ে এলোপাথাড়ি গুলি লাগে এবং সে লুটিয়ে পড়ে ধুলার স্তূপে। এভাবে উদ্দীপকের যুবক, গল্পের মিন্টু, নুরুল হুদার মত শতশত মানুষকে নির্মম অত্যাচার করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তাদের আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাদেশে উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। উদ্দীপক ও গল্পে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের ভয়াবহতার কথাই বলা হয়েছে দুটি ভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের নির্মমতা ও নিপীড়নে জনসাধারণের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

'রেইনকোট' গল্পে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের কলেজগুলোতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্যাম্প বসায়। দেশের যত জায়গায় শহিদ মিনার ছিল, সেগুলো ধ্বংস করা হয়। জনসাধারণ প্রাণের ভয়ে গৃহবন্দি হয়ে থাকতো বা পালিয়ে যেত বাড়ি থেকে। আবার, মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান জানতে অত্যাচার করা হতো তার পরিবারের মানুষদের ওপর। প্রাণ রক্ষার তাগিদে সবাই সুরা মুখস্থ করে, মাথায় টুপি পরে বাইরে বেরোত। এতকিছুর পরেও যেন নিস্তার নেই। সবসময় নিজের দেশে উদ্ধাস্তুর মত জীবন যাপন করতে হতো।

উদ্দীপকে যুদ্ধের সময় মিলিটারির গুলিতে নিহত হওয়া এক যুবকের কথা বলা হয়েছে। তার গায়ে অসংখ্য গুলি লাগার ফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মতো এমন নাম না জানা অসংখ্য যুবককে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তাদের অত্যাচারে ধ্বংস হতে থাকে একের পর এক তাজা প্রাণ। এমন অসংখ্য যুবকের আত্মত্যাগের ফলেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। উদ্দীপকে একজন যুবকের করুণ পরিণতির কথা বলা হলেও সে আসলে প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশের সমগ্র জনসাধারণের। কারণ পাকিস্তানিরা কোন বাছবিচার ছাড়াই নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায় দেশের সব স্তরের ও সব বয়সের মানুষের ওপর।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হানাদার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় তৈরি করে ভয় ও ত্রাসের রাজত্ব। তাদের নির্মমতা স্পর্শ করে দেশের আপামার জনসাধারণের সামগ্রিক জীবনযাত্রায়। হানাদার বাহিনীর দমন-নিপীড়নমূলক কার্যকলাপে তাদের স্বাভাবিক জীবন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের দেশেই তারা চরম অসহায়ের মতো জীবনযাপন করে। যেসব পরিবার থেকে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সেই পরিবারে নেমে আসে আরো দুর্ভোগের ছায়া। সবমিলিয়ে, স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের দুঃখ ও দুর্দশার চিত্র ছিল বর্ণনাতীত। উদ্দীপক ও গল্পে এমনটিই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২০ মমতাজ উদ্দীন আহমদ রচিত 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাটকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পুরস্কার ঘোষিত স্বদেশী আন্দোলনের আসামিকে হাতের নাগালে পেয়েও দারোগা নূর মোহাম্মদ তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থ পুরস্কারের মোহকে অতিক্রম করে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাওয়া বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নম্বর-৪/]

ক. মিন্টু কত তারিখে বাড়ি থেকে মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়? ব্যাখ্যা করো।

খ. 'এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের দারোগা নূর মোহাম্মদের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল লক্ষ্য একই'। মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মিন্টু জুনের ২৩ তারিখে বাড়ি থেকে মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে দেশের স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে উদ্দীপকের দারোগা নূর মোহাম্মদ।

'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা এক সাধারণ কলেজ শিক্ষক। গল্পের প্রথমে তার মধ্যে সংসার চিন্তাকেই প্রাধান্য পেতে দেখি। কিন্তু সংসার চিন্তাকে ছাপিয়েও তার মধ্যে ছিল দেশপ্রেমের চেতনা। তাই পাকিস্তানি মিলিটারিদের নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েও সে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য গোপন রাখে।

উদ্দীপকের নূর মোহাম্মদ মমতাজউদ্দিন আহমদ রচিত 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাটকের দারোগা চরিত্র। স্বদেশী আন্দোলনের আসামিকে ধরিয়ে দিতে পারলে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু অর্থের মোহ নূর মোহাম্মদকে স্পর্শ করতে পারেনি। সে ব্যক্তিস্বার্থের জন্য দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীদের চেতনার সাথে একাত্ম হয়েছিল নূর মোহাম্মদ। নূর মোহাম্মদের মতোই দেশপ্রেমে উদ্ভাসিত হয়েছিল নুরুল হুদার মন। সেজন্যই অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েও নুরুল হুদা মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন তথ্য মিলিটারিদের কাছে ফাঁস করে দেয় না। অর্থাৎ, উদ্দীপকের নূর মোহাম্মদ ও 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে দেশের স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ হয়েছিলেন, যার সূত্রে চরিত্র দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

ঘ. ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হয়েও বাঙালির দেশপ্রেমের প্রাবল্য ও শক্তিমত্তার প্রকাশে, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল লক্ষ্য একই।

'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা একজন সাধারণ কলেজ শিক্ষক ছিলেন এবং তার শ্যালক মিন্টু ছিল মুক্তিযোদ্ধা। গল্পে নুরুল হুদার জবানিতে বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনী বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে বাঙালির জীবনকে যে বিপন্ন করেছিল সেই চিত্র। সেই চিত্র দেখে এবং একজন সাধারণ বাঙালি হিসেবে নিজের স্বার্থোন্মত্ত করবে নুরুল হুদার পক্ষে সেটিই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গল্পে নুরুল হুদাকে নৃশংস অত্যাচারের মুখেও দেশের স্বার্থরক্ষা করতেই দেখতে পাই।

উদ্দীপক স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে এনেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দম্মাতে অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। অর্থের লোভে নূর মোহাম্মদ বাঙালি হয়েও ব্রিটিশদের পক্ষ নিলে তা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু নূর মোহাম্মদ অর্থের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়নি। সে দেশের স্বার্থে বিপ্লবীদের চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করেছে।

'রেইনকোট' গল্পের প্রেক্ষাপট হচ্ছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। আবার, উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলন। উদ্দীপক ও গল্প দুটোর প্রেক্ষাপট হচ্ছে বাঙালিকে পরাস্ত করতে বিদেশি শত্রুদের অমানুষিক অবস্থান, তবে প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হলেও উদ্দীপকের নূর মোহাম্মদ ও আলোচ্য গল্পের নুরুল হুদাকে আমরা একই ভূমিকায় দেখতে পাই। তারা দুজনেই ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করেছেন, কারণ তাদের মধ্যে ছিল অসীম সাহস ও দেশপ্রেম। অতএব, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্প মূলত বাঙালির দেশপ্রেমের প্রাবল্য ও শক্তিমত্তার সার্থক উপস্থাপন। সেই বিচারে, আলোচ্য মন্তব্যটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ২১ কলিমদ্দি দফাদারের বোর্ড অফিস শীতলক্ষ্যার তীরের বাজারে। নদীর এপারে ওপারে বেশ কিছু বড় বড় কলকারখানা। এগুলো শাসনের সুবিধার্থে একদল খান সেনা বাজারসংলগ্ন হাইস্কুলটিকে ছাউনি করে নিয়েছে। কোনো কোনো রাত্রে গুলিবিনিময় হয়। কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতি আক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না।

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২/]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পের কথকের নাম কী? ১
খ. প্রিন্সিপাল সাহেব সব স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর পরামর্শ দিয়েছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকটির শেষাংশের বক্তব্য 'রেইনকোট' গল্পের কোন বিষয়টি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের আংশিক উন্মোচিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'রেইনকোট' গল্পের কথকের নাম নুরুল হুদা।

খ প্রিন্সিপাল সাহেব পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সমর্থক ছিলেন বলে সব স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

গল্পে প্রিন্সিপাল সাহেব একজন স্বার্থান্বেষী ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি। তিনি পাকিস্তানের জন্য দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়েন এবং কান্নাকাটি করেন। তিনি মনে করে, শহিদ মিনার হচ্ছে পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। তাই তিনি পাকিস্তানি মিলিটারিকে সব স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ করেন।

গ উদ্দীপকের শেষাংশের বক্তব্য 'রেইনকোট' গল্পের গেরিলা আক্রমণের দিকটি নির্দেশ করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে 'রেইনকোট' গল্পে। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঢাকায় গেরিলা আক্রমণ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ঢাকা কলেজের সামনের ট্রান্সফর্মার গুড়িয়ে দেয়। উদ্দীপকেও মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক অভিযানের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা অর্জিত হামলা চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উপর। তারা যে ভয়াবহ আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি বাহিনীর উপর তাই অনুরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে 'রেইনকোট' গল্পে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতা এবং তাদের গেরিলা আক্রমণের বিষয়টি নির্দেশ করা হয়েছে উদ্দীপকের শেষাংশের বক্তব্যে এবং 'রেইনকোট' গল্পে।

ঘ 'উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের আংশিক উন্মোচিত হয়েছে'— মন্তব্যটি যথার্থ।

'রেইনকোট' গল্পে লেখক মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি তুলে ধরলেও শুধুমাত্র যুদ্ধের বর্ণনা না দিয়ে যুদ্ধকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতিরও অবতারণা করেছেন। লেখক মুক্তিযুদ্ধের ভাব প্রকাশ করলেও এর বিস্তৃত পরিস্থিতির সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন গল্পটিতে। উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের একটি নির্দিষ্ট আবহ তুলে ধরা হয়েছে। একটি এলাকায় পাক বাহিনীর আগমন এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের দিকটি ফুটে উঠেছে উদ্দীপকটিতে এ বিষয়গুলো 'রেইনকোট' গল্পেও ঠাই পেয়েছে। কিন্তু 'রেইনকোট' গল্পে বিশ্বাসঘাতক প্রিন্সিপাল সাহেব, ভীতু লেকচারার নুরুল হুদাসহ আরও কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা উদ্দীপকে চিত্রায়িত হয়নি।

উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু গল্পের প্রকাশের এবং বিস্তৃতির দিকটা ভিন্ন। 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোটটি প্রতিকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু নুরুল হুদার মধ্যে যে সাহস ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'রেইনকোট' গল্পে। এছাড়া বিশ্বাসঘাতক প্রিন্সিপাল সাহেবের চরিত্রও তুলে ধরা হয়েছে গল্পটিতে। কিন্তু উদ্দীপকটিতে এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ২২ রুমী চাপা আনন্দ আর উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল, আন্মা, আক্সু আমরা একটা অ্যাকশন করে এলাম এইমাত্র। সাত-আটটা খানসেনা মেরে এসেছি। আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল, বলিস কীরে? আনন্দ ডগমগ গলায় কাজী বলল, হ্যাঁ, চাচি, ১৮ নম্বর রোডে। রুমী গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে গুলি চালায়। ওর দুই পাশ থেকে স্বপ্ন, বদিও গুলি করে। জিপ উল্টে সবগুলো মরেছে। (একাত্তরের দিনগুলি, জাহানারা ইমাম)

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩/]

- ক. ইসহাক এপ্রিল মাস থেকে কোন ভাষায় কথা বলে? ১
খ. নুরুল হুদাকে মিলিটারির সন্দেহ করার কারণ কী— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রুমী 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের কাহিনীর একটি বিশেষ দিকের প্রতিকায়— মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ইসহাক এপ্রিল মাস থেকে উর্দুতে কথা বলে।

খ মিসক্রিয়েন্টরা ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছিল বলে মিলিটারিরা নুরুল হুদাকে সন্দেহ করেছিল।

নুরুল হুদার কলেজে মিসক্রিয়েন্টরা কুলির ছদ্মবেশে এসেছিল। তাদের গেরিলা আক্রমণের ফলে কলেজের ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়ে গিয়েছিল। ধরা পড়ে গিয়ে মিসক্রিয়েন্টদের একজন নুরুল হুদার নাম বলেছিল। মিসক্রিয়েন্টদের সাথে নুরুল হুদার যোগসাজশ আছে ভাবনা থেকেই নুরুল হুদাকে মিলিটারিরা সন্দেহ করেছিল।

গ উদ্দীপকের রুমী 'রেইনকোট' গল্পের মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর প্রতিনিধি।

'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু। মিন্টু জুন মাসে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য। মিন্টুর মতো মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে সশস্ত্র পাকিস্তানিদের পরাস্ত করেছিল। এইরকম গেরিলা আক্রমণ 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার কলেজেও হয়েছিল।

উদ্দীপকের জাহানারা ইমামের ছেলে রুমী মুক্তিযোদ্ধা ছিল। উদ্দীপকের রুমীর বক্তব্যে আমরা আনন্দ ও উত্তেজনা দেখতে পাই। তার আনন্দের কারণ ছিল গেরিলা আক্রমণে খানসেনাদের মৃত্যু। গেরিলা আক্রমণ করে তারা সাত-আটজন খানসেনাকে মেরে ফেলেছিল। রুমীর মতো আলোচ্য গল্পে মিন্টুরা ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলা আক্রমণ চালায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রুমী আলোচ্য গল্পের মিন্টুর প্রতিনিধি।

ঘ উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের কাহিনীর একটি বিশেষ দিক মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকার প্রতিকায়।

'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে রচিত। গল্পটিতে রেইনকোটের প্রতিকী তাৎপর্যে মুক্তিযোদ্ধার সাহস ও দেশপ্রেমের ব্যক্তনাময় প্রকাশ ঘটেছে। পুরো গল্পটি নুরুল হুদার জবানিতে বিবৃত।

উদ্দীপকের রুমী মুক্তিযোদ্ধা। গেরিলা আক্রমণে তারা সাত-আটজন খানসেনাকে মেরেছিল। তারা এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে সমর্থ হয়েছিল গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে। এরকম একটি ঘটনাই এই গল্পের মূল বিষয়।

আলোচ্য গল্পটি পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র। এই চিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠে ঢাকায় গেরিলা আক্রমণের দুঃসাহসিক ঘটনাও। উদ্দীপকে রুমী গেরিলা আক্রমণের মতো দুঃসাহসিক কাজ করে। আবার আলোচ্য গল্পে সেই ভূমিকায় দেখি নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টুকে। তবে আলোচ্য গল্প শুধু উদ্দীপকের এই গেরিলা আক্রমণই নয়, মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বিপন্ন ঢাকার আতঙ্কগ্রস্ত চিত্র ঐক্যে, একই সাথে উপস্থাপন করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম ও সাহসী কর্মকাণ্ড। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের কাহিনীর একটি বিশেষ দিকের প্রতিকায়।

প্রশ্ন ২৩ মুক্তিযোদ্ধা কখনো রণে ভঙ্গ দেয় না। আকাশে জজিগ বিমান এসেছে। 'পদ্মা' আর 'পলাশ' দুই রণতরি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের রণতরি পদ্মা ধ্বংস হয়ে গেল। আর পলাশ রণতরির ইঞ্জিনরুমের আর্টিভিসার রুহুল আমিন তখনো দৃঢ়হস্তে যুদ্ধ করছেন। জজিগ বিমানের গোলার আঘাতে পলাশে আগুন লাগল। গোলাবারুদের বিস্ফোরণ ঘটল। দারুণভাবে আহত রুহুল আমিন নদীতে ঝাঁপ দিলেন। তীরের ঘৃণ্য রাজাকাররা আহত রুহুল আমিনকে তুলে নিয়ে নির্মমভাবে আঘাতের পর আঘাত করে হত্যা করল।

[শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পটি কোন গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? ১
খ. 'কলেজের জিমন্যাশিয়ামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প'— বাক্যটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার মনোভাবের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়েছে।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'রেইনকোট' গল্পটি 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।

খ. মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার সকল প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোকে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

নুরুল হুদা যে কলেজে চাকরি করে সেই কলেজের ইলেকট্রিসিটির ট্রান্সফরমার মুক্তিযোদ্ধারা ভেঙে দেয় এবং প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে বোমা মারে। এদিকে কলেজের জিমন্যাশিয়ামে মিলিটারি ক্যাম্প রয়েছে, যা প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের ঠিক পাশেই। তাই প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্পই বোমা মারা। মিলিটারিরা যুদ্ধের প্রয়োজনে সকল সরকারি অবকাঠামোগুলোকে ব্যবহার করার দিকটি আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

গ. উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার মনোভাবের সাদৃশ্য রয়েছে।

'রেইনকোট' গল্পের শুরুতে নুরুল হুদার প্রকাশ ঘটে একজন ভীতু প্রকৃতির ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু যুদ্ধের অনিশ্চিত পরিস্থিতি ক্রমশ তার মনোভাবকে পরিবর্তন করে এবং একপর্যায়ে দেখা যায় নুরুল হুদার মধ্যে অমিয় সাহস সঞ্চারিত হয়। এ সময় তার মনে এক অদম্য সাহস ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। ফলে তার মনে আর ভয়ের কোনো স্থান থাকে না এবং তার আত্মার শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে দেশের জন্য জীবন দিতে পিছপা হয় না।

উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনের কথা বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন অকুতোভয় সংগঠক সৈনিক। মুক্তিযুদ্ধের রণতরি ধ্বংস হয়ে গেলেও 'পলাশ' রণতরির ইঞ্জিনরুমের আর্টিসার রুহুল আমিন দৃঢ়হস্তে যুদ্ধ করে যান। জজিগ বিমানের আঘাতে রণতরিতে আগুন ধরে গেলে গোলাবারুদে বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে তিনি দারুণভাবে আহত হয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। রাজাকাররা আহত অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করে হত্যা করে। এখানে রুহুল আমিনের আত্মত্যাগ, সাহস আর দেশপ্রেমের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদার মধ্যেও অকুতোভয় দেশপ্রেমী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ফলে এই দিক থেকে রুহুল আমিন ও নুরুল হুদার মনোভাবের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. "উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'রেইনকোট' গল্পটি একজন সাধারণ ভীতু মানুষের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সাহসী ও অকুতোভয় দেশপ্রেমী হয়ে ওঠার গল্প। নুরুল হুদার ব্যক্তিত্বের বিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে দেখানো হয়েছে তার মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট। 'রেইনকোট' শুধুমাত্র একটি প্রতীক। এই প্রতীকের আড়ালে আছে শোষণ-নির্যাতনমুক্ত একটি স্বাধীন বাংলাদেশের চেতনা। একটি দেশকে স্বাধীন করতে প্রয়োজন দেশটির নাগরিকের স্বাধীনতাকামী দৃঢ় মনোভাব ও সাহসী অগ্রণী ভূমিকা। একজন ভীতু সাধারণ মানুষ থেকে অকুতোভয় দেশপ্রেমী হয়ে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করার মর্মবাণীই প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য গল্পে।

উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় দৃঢ় মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিনের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের কথা বলা হয়েছে। 'পদ্মা' ও 'পলাশ' নামক দুই রণতরি ধ্বংস হয়ে গেলেও তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জজিগ বিমানের গোলার আঘাতে গোলাবারুদের বিস্ফোরণ ঘটলে তিনি নদীতে ঝাঁপ দেন। তীরের ঘৃণ্য রাজাকাররা আহত রুহুল আমিনকে তুলে নিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করে। 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা দেশ রক্ষার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। উদ্দীপকের রুহুল আমিনও দেশকে রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগ করাই 'রেইনকোট' ও উদ্দীপকের মর্মবাণী। তাই উদ্দীপকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ২৪



চিত্র: মিলিটারি বাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের ওপর নির্যাতন

[আবদুল কাদের মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. কার জন্য নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয়? ১
খ. 'এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্রে ফুটে ওঠা বিশেষ সময়ের ভয়াবহতা 'রেইনকোট' গল্পের সাথে কি সাদৃশ্যপূর্ণ? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. "চিত্রটি 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশমাত্র।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. শ্যালক মিন্টুর জন্য নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয়।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত ১৯৭১ সালের বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়াবহ নির্যাতনের দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'রেইনকোট' গল্পে পাকবাহিনী বাঙালিদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করত। তারা মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে পেটাত। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিত। অসহায় মানুষ তাদের ভয়ে তটস্থ থাকত।

উদ্দীপকে এ ধরনের নির্যাতনের একটি চিত্র দেখা গেছে। চিত্রটিতে বোঝা যাচ্ছে মানুষকে ধরে নিয়ে কোথাও বেঁধে রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। নির্যাতনকারী ব্যক্তির পোশাক ও হেলমেট দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নির্যাতনের চিত্র। কেননা ছবিটিতে পাকবাহিনীর নির্যাতনের ধরন ফুটে উঠেছে। ১৯৭১ সালে যেভাবে বাঙালিদের দাঁড় করিয়ে বা সারিবদ্ধভাবে রেখে নির্যাতন করা হতো উদ্দীপকে সেভাবেই নির্যাতনের চিত্র দেখা যায়। 'রেইনকোট' গল্পেও পাকিস্তানি সেনারা যে এ দেশের মানুষকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করেছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 'রেইনকোট' গল্পের বর্ণনাটিই উদ্দীপকে ছবি আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে বলা যায়, চিত্রে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. শুধু পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের দিকটি প্রকাশ পাওয়ায় চিত্রটি 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশমাত্র— কথাটি যথার্থ।

'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানি হানাদারদের নির্যাতনের বিপরীতে বাঙালির সাহস, দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের মিন্টু মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। গেরিলাদের তথ্য জানতে নুরুল হুদাকে নির্যাতন করা হলেও সে মাথা নত করেনি। এভাবে গল্পে নির্যাতন উপেক্ষা করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাঙালির পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে পাকবাহিনীর নির্যাতনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে সেনা পোশাকধারী ব্যক্তি নিরীহ মানুষকে নির্যাতন করছে। এটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে ধরে নিয়ে নিরীহ মানুষকে নির্যাতনের চিত্র প্রকাশ করে। ছবিতে নির্যাতনটিকে খুবই মর্মান্তিক দেখা যাচ্ছে। এর মাধ্যমে ছবিটি ১৯৭১ সালের পাক হানাদারদের নির্যাতনের দিকটি ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকের এ ইঙ্গিত 'রেইনকোট' গল্পের একটি দিক মাত্র। কেননা এ ছবিতে মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম, প্রতিরোধ, সাহস কোনোটিই ধরা পড়ে না। অথচ এ বিষয়গুলোই 'রেইনকোট' গল্পের মূল উপজীব্য। সুতরাং নির্যাতন যেমন 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশ, তেমনি উদ্দীপকের চিত্রটি আলোচ্য গল্পের খণ্ডচিত্রমাত্র।

প্রশ্ন ▶ ২৫



[আদর্শ মহাবিদ্যালয়, দিনাজপুর। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পে মিলিটারি ক্যাম্প কোথায় স্থাপন করা হয়? ১
- খ. দেশে একটা কলেজ শহিদ মিনার অক্ষত নেই কেন? ২
- গ. চিত্রে 'রেইনকোট' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. চিত্রিত দিকটি 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র-বিপ্লবের পরে। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'রেইনকোট' গল্পে মিলিটারি ক্যাম্প স্থাপন করা হয় কলেজের জিমন্যাশিয়ামে।

খ. পাকিস্তানিদের হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে দেশে একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নেই।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের চিত্র ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও লোমহর্ষক। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য ব্যাপক হত্যাজ্ঞা চালায়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করা এবং এই জাতির ঐতিহ্য ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে হামলা করে হানাদাররা। একপর্যায়ে তারা কলেজ ও শহিদ মিনারে হামলা চালায়। তাই বলা হয়েছে, নরপশু পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের কারণে দেশে একটা কলেজ ও শহিদ মিনারও অক্ষত নেই।

গ. উদ্দীপকের চিত্রে 'রেইনকোট' গল্পের পাকবাহিনীর নৃশংসতা ও নির্যাতনের দিকটি ফুটে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। যারা বেঁচে ছিল তারাও ছিল শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। বিভিন্নভাবে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তারা বাঙালি জাতিকে পঙ্গু ও নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল যা উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে দৃশ্যমান।

চিত্রে দেখা যায়, পাকবাহিনীর কিছু লোক একজন বাঙালিকে নির্যাতন করে টেনে-ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই চিত্রের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'রেইনকোট' গল্পেও আমরা দেখি পাকবাহিনীর নির্মম নির্যাতনের চিত্র। মিলিটারিরা নিরীহ একজন কলেজ শিক্ষক নুরুল হুদাকে ছাদে-লাগানো একটি আঁটার সঙ্গে ঝুলিয়ে বেদম প্রহার করে। চিত্রেও একইরূপ নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ. 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'রেইনকোট' গল্পে একটি পোশাক কীভাবে ভীতু প্রকৃতির মানুষ নুরুল হুদার মাঝে সাহসের সঞ্চার করে সে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। প্রতীকী তাৎপর্যের আবহে নুরুল হুদার শ্যালক মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্য মিন্টুর রেইনকোট এ গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নরপিশাচ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক একজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ টেনে নেয়ার দৃশ্য। ১৯৭১ সালের ২৬-এ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালি আত্মত্যাগ করে। অবশেষে বাঙালি পায় প্রিয় স্বাধীনতা ও লাল-সবুজের পতাকা। কিন্তু এ স্বাধীনতার অন্তরালে রয়েছে শোষণ, রক্ত আর ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ে ঢাকায় পাকবাহিনী ব্যাপক হত্যাজ্ঞার পরিকল্পনা করে এবং অপতৎপরতা চালায়। এ সময় নুরুল হুদার শ্যালক মিন্টু মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। একদিন প্রিন্সিপালের তলবে কলেজে যাবার জন্য ভীতু প্রকৃতির মানুষ নুরুল হুদা শ্যালক মিন্টুর রেখে যাওয়া রেইনকোট পরে। এতে তাঁর শরীরে এক অন্যরকম তেজ তৈরি হয় এবং তিনি সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হন। উদ্দীপকে শুধু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতায়ুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে 'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাঙালির ওপর নির্মম নির্যাতনের চিত্র ছাড়াও ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে দেশাত্তবোধ জাগরণের এক অনন্য আখ্যান বর্ণিত হয়েছে যা উদ্দীপকের ঘটনাবর্তে পরিলক্ষিত হয় না। সেদিক বিবেচনায় চিত্রিত দিকটি 'রেইনকোট' গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৬ 'কলিমদ্দি দফাদার সবিনয়ে বলতে চায়, মুক্তি নেহি ক্যাপ্টেন সাব, উয়ো রাখাল হয়, মেরা চেনাজানা হয়।' চুপ রাও সালে কাফের কা বাচ্ছা কাফের। মুক্তি, আলবৎ মুক্তি। বলেই সকলে একসঙ্গে গুলি ছোড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে। ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। কলিমদ্দি দফাদারের বাল্যকালের পাতানো দোস্ত সাইজদি খলিফার ষোলো বছরের ছেলে একবার মাত্র মা বলে। ধরাশায়ী দেহটা থেকে আর কোনো ধ্বনি আসে না।

[নেত্রকোনা সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পের প্রিন্সিপালের নাম কী? ১
- খ. 'ক্রাক-ডাউনের রাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে পাকবাহিনীর নির্যাতনের তুলনামূলক বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।" তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'রেইনকোট' গল্পের প্রিন্সিপালের নাম ড. আফাজ আহমদ।

খ. 'ক্রাক ডাউনের রাত' বলতে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যাকে বোঝানো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই পাকসেনারা নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ২৫ শে মার্চের দিবাগত রাতে ঢাকায় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের রাতটিকেই ক্রাক ডাউনের রাত বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপক এবং রেইনকোট গল্প উভয় স্থানেই পাকবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

'রেইনকোট' গল্পটি আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। এ গল্পে নুরুল হুদার বর্ণনায় পাক বাহিনীর নির্মম নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দীপকেও পাক বাহিনীর অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কলিমদ্দি দফাদার সরকারি চাকরি করেন বিধায় বাধ্য হয়ে তাকে পাকবাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করতে হয়। তিনি ছিলেন

পাকবাহিনীর আড়কাঠি, তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। আপাতদৃষ্টিতে তাকে রাজাকার মনে হলেও গোপনে তিনি পাকবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মেলান। একদিন কলিমদ্দি দফাদারকে নিয়ে মিলিটারিরা মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের খোঁজে বেরোয়। পথে একজন বালককে যেতে দেখে মুক্তিবাহিনীর সদস্য মনে করে তাকে হত্যা করে। কলিমদ্দি দফাদার শুধু চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। ঠিক একই রকম ঘটনা আমরা দেখি 'রেইনকোট' গল্পে। নুরুল হুদা একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মনে পড়ে পঁচিশে মার্চের 'ক্রাক-ডাউনের' পর ভোর রাতে ঐ মসজিদের ইমাম সাহেবের আজানরত অবস্থায় পাকবাহিনী কর্তৃক হত্যার ঘটনা। তিনি বাসার জানালা দিয়ে সে দৃশ্য দেখেছিলেন সেদিন। কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। উদ্দীপকের বর্ণনায় এ বিষয়টির ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৫ উদ্দীপকটিতে পাক-বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠলেও তা 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক দিককে তুলে ধরেনি।

'রেইনকোট' গল্পে দেখা যায়, নুরুল হুদা সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজ করেননি। যদিও তিনি মনে মনে চান মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ী হোক। আর উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদার কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের মৌন সম্মতি জানিয়ে দর্শকের ভূমিকাই নেয় না, পাশাপাশি গোপনে তাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতাও করেন।

উদ্দীপকে পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতা দেখে কলিমদ্দি দফাদারের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যদিও তিনি পরোক্ষভাবে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করেন তবুও তাকে মিলিটারিদের সঙ্গী হয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের খোঁজে বের হতে হয়। পথে এক রাখাল বালককে দেখে মুক্তিযোদ্ধা ভেবে মিলিটারিরা তাকে হত্যা করে। তার চোখের সামনে মিলিটারিরা বাঙালিদের নির্মমভাবে হত্যা করলেও কলিমদ্দির কিছুই করার নেই। তিনি নীরব দর্শকের মতো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখেন।

'রেইনকোট' গল্পে দেখা যায়, নুরুল হুদার চোখের সামনে পাকবাহিনীর সদস্যরা মসজিদে আজানরত অবস্থায় মুয়াজ্জিনকে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু নুরুল হুদার কিছুই করার থাকে না। তিনি নির্বাক চেয়ে চেয়ে দেখেন। এ বিষয়টি উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে। তবে 'রেইনকোট' গল্পে আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে— যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। আলোচ্য গল্পে লেখক নুরুল হুদার চিত্রা এবং অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি সামগ্রিক চিত্র উন্মোচনের প্রয়াস চালিয়েছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহৃত রেইনকোট কীভাবে ভীру, দুর্বলচিত্ত ও পলায়নপর রসায়নের শিক্ষক নুরুল হুদাকে একজন সামরিক যোদ্ধায় পরিণত করে, সে বিষয়টিও লেখক তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকে এগুলো অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রশ্ন ১৫ ১ম স্তবক : পোড়ে গ্রাম মসজিদ শহীদ মিনার জিজিরার

নদী আর চকবাজারের
পবিত্র প্রাচীন আজানের ধ্বনি
চোখ বাঁধা হাতে রজু ট্রাকে বাসে জিপে
দেখি অসহায় বাংলাদেশ প্রতিদিন কেঁপে ওঠে
হিজল ফুলের মতো মালা গাঁথা মৃতদেহ হয়ে রক্তমাখা
ভেসে যায় বুড়িগঙ্গায় তিতাসে।

২য় স্তবক :

আমাদের দুর্বলতা, ভীৰুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক
আসাদের শাট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

[ঢাকা সিটি কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. উর্দুর প্রফেসরের নাম কী? ১
খ. 'বর্ষাকালেই তো জুং'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের প্রথম স্তবকটিতে 'রেইনকোট' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. দ্বিতীয় স্তবকে বর্ণিত 'আসাদের শাট ও মিন্টুর রেখে যাওয়া রেইনকোট উভয়েই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক'— মন্তব্যটি 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক উর্দুর প্রফেসরের নাম আকবর সাজিদ।

খ কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি নিয়ে আসা একজন কুলি বর্ষাকালে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজ হবে বোঝাতেই এ উক্তিটি করেন।

পাকিস্তানিরা পানির মধ্যে খুব একটা স্বাভাবিক নয়। সাঁতারেও দুর্বল। নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ এ ব্যাপারে বেশ পটু। বর্ষাকালে চারদিকে পানি থে থে করে। সেই পরিবেশে পাকিস্তানি মিলিটারিদের মুক্তিযোদ্ধারা সহজেই কোণঠাসা করতে পারবে মনে করে কুলিটি উক্তিটি করেছে।

গ নিরীহ বাঙালির ওপর পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের বর্ণনার দিক থেকে উদ্দীপকের ১ম স্তবকের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে 'রেইনকোট' গল্পটি রচিত। আলোচ্য গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির ওপর পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। গল্পের কথক নুরুল হুদার বর্ণনা থেকে জানা যায়, পাক হানাদার বাহিনী গুলি করে মানুষ হত্যা করে।

উদ্দীপকের প্রথম স্তবকে পাকিস্তানী বাহিনীর জঘন্য অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। নগর জনপদ জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। তাদের বর্বর আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রাণ হারায় অসংখ্য বাঙালি। নিরীহ বাঙালির ওপর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। একইভাবে 'রেইনকোট' গল্পেও পাকবাহিনীর নিপীড়ন ও হত্যাজঙ্ককালীন ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জনজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। আর এ দিকটি 'রেইনকোট' গল্প ও আলোচ্য উদ্দীপকের প্রথম স্তবকের সাথে সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

ঘ মুক্তিযোদ্ধার রেইনকোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ভীру প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে সঞ্চারিত হয় যে উচ্ছ্বতা, সাহস ও দেশপ্রেম তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে 'রেইনকোট' গল্পে।

'রেইনকোট' একজন ভীতু মানুষের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা ও দেশাত্মবোধ জাগরণের গল্প। আলোচ্য গল্পে ভীতু প্রকৃতির মানুষ নুরুল হুদার আত্মজাগরণের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। গল্পের শুরুতে নুরুল হুদাকে একজন ভীতু মানুষ হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরার পর তিনি ক্রমশ দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী হয়ে ওঠেন।

দেশকে স্বাধীন করার জন্য বাঙালি জনগণের আত্মত্যাগ উদ্দীপকের দ্বিতীয় স্তবকের উপজীব্য বিষয়। বাঙালির ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে পাকবাহিনী বর্বর হামলা চালায়। তাদের অতর্কিত গুলিতে শহীদ হয় আসাদ, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেকে। আসাদের রক্তমাখা শাট পাকবাহিনীর বর্বরতার স্মারক চিহ্ন।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মাঝে সঞ্চারিত হয় উচ্ছ্বতা, সাহস ও দেশপ্রেম। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে তার ওপর নেমে আসে নির্যাতন। এ নির্যাতন সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান দেননি। মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনা নিজের মাঝে লালন করায় হানাদারদের অত্যাচার তাঁর কাছে উৎপাত বলে মনে হয়। উদ্দীপকের দাবি আদায়ের সংগ্রামে বাঙালির ওপর হামলায় আসাদ শহীদ হয়। তার রক্তমাখা শাট নিয়ে জনগণ আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

আসাদের রক্তমাখা শাট তাদের মাঝে সঞ্চার করে প্রতিবাদের আগুন। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের 'আসাদের শাট' এবং 'রেইনকোট' গল্পের রেইনকোটও ভীতু মানুষের সাথে দেশপ্রেম সঞ্চার করে। এদিক বিবেচনায় উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মত চিৎকার করতে করতে,
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।

[রংপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'বর্ষাকালেই তো জুৎ।'— উক্তিটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. "উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ সময়ের ভয়াবহতা 'রেইনকোট' গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. "স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য বাঙালি জনগণের আত্মত্যাগই উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে উন্মোচিত হয়েছে"— মন্তব্যটি স্বীকার কর কি? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'মিসক্রিয়ান্ট' শব্দের অর্থ দুষ্কৃতিকারী।
খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।
গ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।
ঘ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মাকসুদ চেয়ারম্যান একজন জনপ্রতিনিধি। সে তার ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে গ্রামের নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর নানাভাবে নিপীড়ন চালায়। সে ধর্মীয় গোড়ামি ও মানুষের দুর্বলতাকে আশ্রয় করে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে থাকে। চেয়ারম্যান গ্রামের নিতান্ত সাধারণ মানুষকে বিচারের নামে তার দোসরদের হাতে তুলে দেয়। এ কর্মকাণ্ডের ফলে এলাকায় মানুষ তাকে ঘৃণা করে। [সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. পাকিস্তানিদের শরীরের কাঁটা কী? ১
খ. শহিদ মিনারকে পাকিস্তানিরা কেন ধ্বংস করতে চেয়েছিল? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাকসুদ চেয়ারম্যান 'রেইনকোট' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি— আলোচনা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক ভাবের ধারক নয়"— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. পাকিস্তানিদের শরীরের কাঁটা শহিদ মিনার।
খ. শহিদ মিনার বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও সংগ্রামের পরিচয় বহন করে বলেই পাকিস্তানিরা তা ধ্বংস করতে চেয়েছিল।
'রেইনকোট' গল্পের জনৈক প্রিন্সিপ্যাল এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে। শহিদ মিনারকে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হুমকি মনে করেই তারা তা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। তার পরামর্শেই মিলিটারি গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই গেছে শহিদ মিনারের দিকে কামান তাক করেছে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাকসুদ চেয়ারম্যান 'রেইনকোট' গল্পের প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ চরিত্রের প্রতিনিধি।

'রেইনকোট' গল্পের প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ পাকিস্তানের মজাল কামনা করে দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়েন। কলিগদের গালাগালিও করেন। প্রিন্সিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের সবিনয়ে নিবেদন করেছিল শহিদ মিনারগুলো ধ্বংস করে দিতে। কারণ তিনি শহিদ মিনারকে পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা মনে করেন।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান মাকসুদ একজন জনপ্রতিনিধি। সে তার ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে গ্রামের নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন চালায়। ধর্মীয় গোড়ামি ও মানুষের দুর্বলতাকে আশ্রয় করে সে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে। বিচারের নামে সাধারণ মানুষকে তার দোসরদের হাতে তুলে দেয়। যে কারণে সে ছিল ঘৃণিত। আলোচ্য 'রেইনকোট' গল্পেও লক্ষ করি প্রিন্সিপ্যাল তার ধার্মিকতার আড়ালে এদেশের মানুষের স্বার্থবিরোধী ও অত্যাচারীর সহযোগী হয়ে কাজ করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের আশ্রয় প্রদান দেন। কলিগদের ও সাধারণ মানুষকে হত্যায় ইন্সন দেন। কাজেই উদ্দীপকে বর্ণিত মাকসুদ চেয়ারম্যান 'রেইনকোট' গল্পের প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ চরিত্রের প্রতিনিধি।

ঘ. উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক ভাবের ধারক নয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

'রেইনকোট' গল্পটি মূলত মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে রচিত। সময়টি ছিল মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শিক্ষক নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান দেবার জন্য। অন্যদিকে কলেজ প্রিন্সিপ্যাল পাকিস্তানিদের সহায়তা করে। শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেইনকোট পরে নুরুল হুদা সাহসী হয়ে ওঠেন। ভীру প্রকৃতির মানুষটির মধ্যে জেগে ওঠে দেশপ্রেম ও সাহস।

উদ্দীপকের মাকসুদ চেয়ারম্যান একজন জনপ্রতিনিধি। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিরীহ মানুষের ওপর সে নিপীড়ন চালায়। ধর্মীয় গোড়ামি ও মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করে। বিচারের নামে তার দোসরদের হাতে তুলে দেয় বিচার প্রার্থীদের। সে মানুষের ঘৃণার পাত্র। উদ্দীপকে একজন চেয়ারম্যানের স্বার্থাঘেঁষী কর্মকাণ্ডের বর্ণনা থাকলেও 'রেইনকোট' গল্পে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে। গেরিলা আক্রমণসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপর নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অথচ উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের কেবলমাত্র অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকটি আলোচিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের সামগ্রিক ভাবের ধারক নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩০ "তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো।

[সরকারি হরগঞ্জা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পের কথক কে? ১
খ. ক্রাক-ডাউনের রাতে কী ঘটেছিল? ২

- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'রেইনকোট' গল্পটি কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. স্বাধীনতার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগই উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য—মন্তব্যটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক 'রেইনকোট' গল্পের কথক নুরুল হুদা।
- খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।
- গ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।
- ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩১ নিচের চিত্র দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



[দাউদ পাবলিক কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পে মানুষ খালি চোখে কী দেখে? ১
- খ. "মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে।" কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের চিত্রপটের সাথে 'রেইনকোট' গল্পের কী কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের চিত্রপটের বিষয়বস্তু যেন 'রেইনকোট' গল্পের শিল্পভাবনা— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'রেইনকোট' গল্পে মানুষ খালি চোখে নৌকা দেখে; নৌকা ভরা অস্ত্র।

খ মুক্তিযুদ্ধকালীন এদেশের জনগোষ্ঠীকে কৌশলে নির্যাতন করার জন্য মিলিটারি যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকবাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যায়ত্ত বেড়ে যায়। চলন্ত গাড়ি থামিয়ে প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। সেখানে বন্দুকের গুলি তাক করিয়ে রেখেছে মানুষের সারির ওপর। মূলত এদেশের মানুষকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নেয় পাকবাহিনী।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত জনগণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধ যার সাথে 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

'রেইনকোট' গল্প মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে রচিত। বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যায়ত্তের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবন। মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী হাজার হাজার জনতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

উদ্দীপকে স্মৃতিসৌধের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। স্মৃতিসৌধ বাঙালির ইতিহাসকে তুলে ধরে। সাতটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে মূলত সাতটি স্তরের সমন্বয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে প্রতীকায়িত করে এ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে যা 'রেইনকোট' গল্পের মূল বিষয়কে ধারণা করে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী বাঙালির ওপর ব্যাপক হত্যায়ত্ত চালায়। পরবর্তীতে বাঙালি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আত্মত্যাগ করে স্বাধীনতার জন্য। বাঙালির এই আত্মত্যাগকে উপজীব্য করে তোলা হয়েছে 'রেইনকোট' গল্পে যা উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

ঘ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের বুপায়ণ ঘটেছে 'রেইনকোট' গল্পে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকবাহিনী বাঙালির ওপর ব্যাপক হত্যায়ত্ত চালায়। পাকবাহিনীর শত নির্যাতনও বাংলার সূর্যসন্তানদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। বীরবিক্রমে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। বাঙালির এই আত্মত্যাগকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে 'রেইনকোট' গল্পের অবয়ব।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগের প্রতীক স্মৃতিসৌধের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। শত নির্যাতন সত্ত্বেও স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার স্মারক চিহ্ন বহন করে স্মৃতিসৌধ, যা হাজার বাঙালির আত্মত্যাগের বিষয়টিকে শ্রদ্ধা করে নির্মিত।

'রেইনকোট' গল্পে ও উদ্দীপকের চিত্রে বাঙালির স্বাধীনতায়ুদ্ধকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির প্রাণের সাথে মিশে আছে। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনে বাঙালি। এ অর্জন রাতারাতি সম্ভব হয়নি। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা। শহিদের আত্মত্যাগকে স্মরণ রেখে নির্মিত হয়েছে স্মৃতিসৌধ। মুক্তিযুদ্ধের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রতীকায়িত করে তোলা হয়েছে স্মৃতিসৌধে। আর এর মূল উপজীব্য হলো মুক্তিযুদ্ধ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রপটের বিষয়বস্তু যেন 'রেইনকোট' গল্পের শিল্প ভাবনা।

প্রশ্ন ৩২ 'হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে মাঠে ক্যাম্পাসে বাজারে বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়েছে ছড়িয়ে, আমি তো তাদের জন্য অমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. রেইনকোটটি কার ছিল? ১
- খ. 'ক্র্যাকডাউনের রাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের যে দিকটি চিত্রিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকে হানাদার বাহিনীর যে নির্মমতা ফুটে উঠেছে সেটিই 'রেইনকোট' গল্পের মূল উপজীব্য"— আলোচনা করো। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক রেইনকোটটি মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর ছিলো।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের পাকিস্তানি মিলিটারিদের নারকীয় ধ্বংসলীলার দিকটি চিত্রিত হয়েছে।

'রেইনকোট' গল্পে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরুল হুদার দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞের নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি বাহিনী ক্র্যাকডাউনের রাতে অর্থাৎ ২৫ মার্চের কালরাতে আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ট্যাঙ্কের গোলা ও মেশিনগান-স্টেনগানের গুলিতে নারী-শিশু-বৃদ্ধসহ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করে। পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাদের এদেশীয় দোসররা শহিদ মিনার গুঁড়িয়ে দেয়, চালায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। নারীদের তুলে নিয়ে যাওয়া ও ধর্ষণ করা ছিলো তাদের অত্যাচারের কালো অধ্যায়। ইসলাম রক্ষার জিকির তুলে তারা হামলা চালালেও তাদের হাত থেকে রেহাই পান না মসজিদের আজানরত মুয়াজ্জিন। গল্পে প্রধান চরিত্র নুরুল হুদার চোখ দিয়ে এই সব অত্যাচার নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

গল্পের মতো উদ্দীপকের কবিতাংশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যায়জ্ঞ ও ধ্বংসলীলার বর্ণনা দেখা যায়। তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলা নিয়ে যে পোড়ামাটির নীতি অবলম্বন করেছিলো— তার চিত্র উদ্দীপক ও গল্পে বর্ণিত হয়েছে। গল্পে যেখানে একটি চরিত্রের ভাষ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে তেমনি উদ্দীপকের কবিতাংশে পাকিস্তানি বাহিনীর বীভৎস হত্যা উৎসবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা, ঘর-বাড়ি, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের কথা এসেছে। উদ্দীপকেও পার্কে, মাঠে, ক্যাম্পাসে, বাজারে বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার কথা এসেছে। তাই বর্ণনার ভিন্নতা থাকলেও উদ্দীপক ও গল্প- উভয়স্থলে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার ও বর্বরতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ গল্প ও উদ্দীপকের তুলনামূলক বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে “উদ্দীপকে হানাদার বাহিনীর যে নির্মমতা ফুটে উঠেছে, সেটাই ‘রেইনকোট’ গল্পের মূল উপজীব্য”।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা ও হত্যায়জ্ঞের কাহিনি নিয়ে ‘রেইনকোট’ গল্প রচিত। গল্পে নুরুল হুদার জাবানিতে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নিপীড়ন ও হত্যায়জ্ঞের বর্ণনা উঠে এসেছে। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউন, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, শহিদ মিনার ধ্বংসকরণ, সন্দেহভাজনদের নির্যাতনের ছবি নুরুল হুদা ও অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবি এক বিশেষ শ্রেণির জন্য ভয়াবহ ও নির্মম মৃত্যু কামনা করেছেন। কবি তাদের সহজ মৃত্যু কামনা করেন না। উল্লেখ না থাকলেও আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এই শ্রেণি হলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি মিলিটারি এদেশের মানুষের স্বাধিকারের দাবি অস্ত্রের মুখে দমন করে। চালায় নিষ্ঠুর হত্যায়জ্ঞ ও ধ্বংসলীলা। তারা মৃত্যুর উৎসবে মেতে ওঠে। বাঙালির আপামর জনতার ন্যায্য স্বাধিকারের দাবি দলন করতে তারা রক্তের হুলি খেলায় মেতে ওঠে। বাংলার পার্ক, মাঠ, ক্যাম্পাস, বাজার বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়ে ভরিয়ে দেয়।

গল্প ও উদ্দীপক- উভয়ের মূল উপজীব্য পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যায়জ্ঞ ও অত্যাচারের কথা তুলে ধরা। উদ্দীপকে পাকিস্তানি বাহিনীকে নরঘাতক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা সারা বাংলা জুড়ে মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা এদেশের মানুষকে হত্যার মাধ্যমে বিকৃত উল্লাসে মেতেছিলে। উদ্দীপকের এই মূল ভাবনাই গল্পে প্রধান চরিত্র নুরুল হুদার জবানী থেকে বর্ণিত হয়েছে। নুরুল হুদা ও অন্যান্য চরিত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যালীলা, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক অত্যাচার, শহিদ মিনার ধ্বংসকরণের বীভৎস কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাই। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যায়জ্ঞের শিকার ঢাকা শহরের বাসিন্দাদের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র এ গল্পে শিল্পিতভাবে ফুটে উঠেছে। তাই “উদ্দীপকে হানাদার বাহিনীর যে নির্মমতা ফুটে উঠেছে, সেটাই ‘রেইনকোট’ গল্পের মূল উপজীব্য” মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৩



চিত্রগাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নম্বর-৩/

- ক. মিন্টু মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল কত তারিখে? ১
খ. ‘রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের মনসুন’— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের দৃশ্য ‘রেইনকোট’ গল্পের কথাই বলছে, ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ‘রেইনকোট’ গল্পের আলোকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনি উদ্দীপকটি কি ধারণ করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মিন্টু মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল জুন মাসের ২৩ তারিখে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের দৃশ্য ‘রেইনকোট’ গল্পে বর্ণিত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নিরীহ বাঙালির ওপর পাকহানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের কথাই বলছে।

‘রেইনকোট’ গল্পে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি উদঘাটিত হয়েছে। পাকসেনারা ঢাকা শহরে ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। ঢাকা কলেজের শিক্ষকদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করেছে। উদ্দীপকেও যুদ্ধকালীন এ দেশের বিশিষ্ট শ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীদের নির্যাতনের উদ্দেশ্যে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি বর্বরোচিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাক হানাদাররা এ দেশের নিরীহ মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। সমাজের বিশিষ্ট শ্রেণিকে ধরে নিয়ে নির্বিচারে হত্যা করেছে। এ দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের বন্দি করে নিয়ে বধ্যভূমিতে হত্যা করে লাশ পুঁতে রেখেছে। উদ্দীপকের এমন চিত্রটি ‘রেইনকোট’ গল্পের কথাই বলছে। সেখানেও ঢাকা শহরে পাকবাহিনীর নির্যাতনের চিত্র বিদ্যমান। ঢাকা কলেজের শিক্ষকদের বন্দি করে নিয়ে নির্যাতনের বর্ণনাও এ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ ‘রেইনকোট’ গল্পের আলোকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনি উদ্দীপকটি সম্পূর্ণভাবে নয়, আংশিকভাবে ধারণ করে।

‘রেইনকোট’ গল্পে গল্পকার বেশকিছু চাঞ্চল্যকর বিষয়ের অবতারণা করেছেন। গল্পের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ হলেও এর বিস্তৃতি ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও নানা ঘটনা বর্ণনায়। উদ্দীপকে ঘটনার এমন বিচিত্রতা নেই।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডকালীন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নিরীহ মানুষের ওপর হানাদার বাহিনীর একটি নির্মমতার ছবি এখানে দৃশ্যমান। বাংলার মানুষদের ওপর তারা নানাভাবে নির্যাতন চালায়। শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের ২৫শে মার্চের কালরাতে তারা চোখ বেঁধে বন্দি করে নিয়ে যায় বধ্যভূমির দিকে। সেখানে তাদের জীবনে করুণ পরিণতি নেমে আসে।

‘রেইনকোট’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের আবহে নানা ঘটনার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলা আক্রমণে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ধ্বংস হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে। তাদের মধ্যে অধ্যাপক নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে বন্দি করে নিয়ে নির্যাতন করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা করে। কলেজের প্রিন্সিপাল পাকবাহিনীর খাস সহযোগী হিসেবে কাজ করে। মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর রেইনকোট পরে নুরুল হুদা সাহস ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়। যুদ্ধকালীন এমন বাস্তবতার ব্যাপ্তি উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই উদ্দীপকটি গল্পের আংশিক কাহিনী ধারণ করে বলা যায়।



[দিল্লীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিল্লীপুর। প্রশ্ন নম্বর-১/]

- ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের বাহিনী কোন বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়? ১
- খ. রেইনকোটে ঢোকানোর পর থেকে নুরুল হুদার পা শিরশির করে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে 'ক' অংশ দ্বারা 'রেইনকোট' গল্পের কোন দিকটি সম্পর্কে জানা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য উদ্দীপকের কোন অংশে প্রতিফলিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের বাহিনী রুশ বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে 'ক' অংশের দ্বারা 'রেইনকোট' গল্পের পাকিস্তানপন্থি চেতনার দিকটি সম্পর্কে জানা যায়।

'রেইনকোট' গল্পের প্রিন্সিপাল ডঃ আফাজ আহমদ পাকিস্তানের মজল কামনা করে দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়েন। প্রিন্সিপাল মিলিটারি অফিসারকে দেশের সব শহিদ মিনার ভেঙে ফেলার পরামর্শ দেন। কারণ তিনি শহিদ মিনারকে পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা বলে মনে করেন। মিলিটারি বাহিনী কর্নেল-এরা সবাই পাকিস্তানের অনুচর।

উদ্দীপকের 'ক' অংশে উল্লিখিত প্রিন্সিপাল, মিলিটারি, কর্নেল এরা মূলত পাকিস্তানপন্থি চেতনার অনুসারী। দেশের সংকটকালীন মুহূর্তে যেসব লোক পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল প্রিন্সিপাল চরিত্র তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে মিলিটারি বাহিনী পাকিস্তান সরকারের সেবায় নিয়োজিত বাহিনী, যারা এদেশের জনগনের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছিল। কর্নেল ছিল তাদের নেতৃত্বাধীন। 'রেইনকোট' গল্পেও আমরা অনুরূপ চরিত্রগুলোর প্রতিফলন দেখি। এখানে আমরা দেখি প্রিন্সিপাল ডঃ আফাজ আহমদকে, যিনি উর্দু ভাষাভাষী এবং পাকিস্তানের জন্য প্রার্থনায় রত থাকেন সর্বদা। তাই মিলিটারি, কর্নেল এগুলো সবই পাকবাহিনীর অনুগত চরিত্র। এ দিকটিই উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে পাওয়া যায়।

ঘ 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য উদ্দীপকের 'খ' অংশে প্রতিফলিত হয়।

আলোচ্য গল্পের নুরুল হুদা মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট পরার পর ক্রমশ দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী হয়ে ওঠেন। তিনি মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হন। একজন মুক্তিযোদ্ধার পোশাকের স্পর্শ ভীষু ও পলায়নপর নুরুল হুদাকে সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে।

উদ্দীপকের 'খ' অংশে পাই মিন্টু, নুরুল হুদা, আবদুস ছাত্তার মৃধার নাম বা চরিত্রকে যারা দেশমাতৃকার যেকোনো প্রয়োজনে সাহসী ভূমিকা পালনে প্রস্তুত। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত তারা। দেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ বলেই অনেক নির্যাতন সত্ত্বেও তারা তাদের কাজ চালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের 'খ' অংশ এবং 'রেইনকোট' গল্পের রেইনকোট চেতনা পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। মিন্টুর রেইনকোট পরার পর ভীষু নুরুল হুদার মানসিকতার পরিবর্তন হয়। মিন্টু গল্পের একজন মুক্তিযোদ্ধা চরিত্র। তার রেইনকোট গায়ে দিয়ে নুরুল হুদার মাঝে দেশমাতৃকার প্রতি তীব্র টান সঞ্চার হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা তাকে সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। ফলে চাবুকের আঘাত তার কাছে রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ার মতো মনে হয়। আবদুস সাত্তার মৃধা একজন দেশপ্রেমিক। তাকে মিলিটারিরা চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। উদ্দীপকের 'খ' অংশে প্রতিফলিত চরিত্রগুলো যেমন মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হিসেবে প্রতীকী হয়ে ওঠে, তেমনি 'রেইনকোট' গল্পের রেইনকোট প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে। একজন ভীষু প্রকৃতির মানুষের মাঝে যুদ্ধের চেতনা সঞ্চার করে। তাই বলা যায়, 'রেইনকোট' গল্পের রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য উদ্দীপকের 'খ' অংশে প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্ন ৩৫ আজকে যখন খুঁড়তে গিয়ে নিজের কবরখানা

আপন খুলির কোদাল দেখি সর্বনাশা বজ্র দিয়ে গড়া
কাজ কি দ্বিধায় বিষণ্ণতায় বন্দি রেখে ঘৃণার অগ্নিগিরি
আমার বুকেই ফিরিয়ে নেব ক্ষিপ্ত বাঘের থাবা
তুমি আমার জল মূলের মাদুর থেকে নামো
তুমি বাংলা ছাড়া।

[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩/]

- ক. কলেজের উর্দুর প্রফেসরের নাম কী? ১
- খ. 'ক্রাক ডাউনের রাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের যে দিকটি চিত্রিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ১৯৭১ সালের বাঙালির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কলেজের উর্দুর প্রফেসরের নাম আকবর সাজিদ।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ আক্রমণের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ শুরু করে। তাদের এ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের মাটিতে ক্যাম্প করে পাকসেনারা যে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তা বন্ধ করা। এদেশ থেকে হানাদারদের তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করা।

উদ্দীপকে একইভাবে ঘাতকদের বাংলা ছাড়তে বলা হয়েছে। মৃত স্বজনের মাথার খুলি সাহস জোগাচ্ছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য। যে বাঘের থাবা দিয়ে এ হত্যা চালানো হয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে চায় শোকার্ত স্বজন। উদ্দীপকে এসব বর্ণনা দ্বারা মূলত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে অপরাধীকে বাংলা ছাড়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এতে পরিষ্কার হয়ে যায়, যে, গল্পের দখলদার, হত্যাকারীদের যেমন মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা ছাড়ার ব্যবস্থা করেছিল, তেমনি উদ্দীপকে হস্তারকদের বাংলা ছাড়তে বলা হয়েছে। আর উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ আক্রমণের ইজ্জিত রয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকটি 'রেইনকোট' গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধেরই চিত্রায়ণ ঘটিয়েছে।

ঘ 'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানিদের ওপর বাঙালির যে ঘৃণা জন্মেছিল তা উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৭১ সালে ঋরিবন্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানিরা এদেশের মানুষদের নির্যাতন করে হত্যা করে। যে কাউকে যখন তর্খন ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এ সময় মানুষ একটা আতঙ্কের মধ্যে বাস করত। আতঙ্কিত এসব বাঙালির মনে জন্মেছিল প্রচণ্ড ঘৃণা।

উদ্দীপকেও গল্পের মতোই ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়গত আর দ্বিধা থেকে ঘৃণার উদ্ভেদ হয়। নিজের স্বজনকে হত্যা করা হচ্ছে এ অবস্থায় মনের কষ্ট জমিয়ে রেখে লাভ নেই। এজন্য উদ্দীপকে হস্তারককে বাংলা ছাড়ার ডাক দেওয়া হয়েছে। ঘৃণার আগ্নেয়গিরি ছড়িয়ে পড়েছে হত্যাকারীদের ওপর।

আলোচ্য গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাঙালির মনস্তত্ত্বের দিকটি উঠে এসেছে। প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয় তাদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। স্বজন হারানোর বেদনা তাদের অশ্রুসিক্ত করেছে নিত্যদিন। জীবনের ভয়ে বাসার পর বাসা বদলেছে গল্পের নুরুল হুদা। দরজায় কড়া নাড়লে মৃত্যুর ভয় মাথায় নিয়ে দরজা খুলেছে সে। তবে বাঙালিরা এসব ভয়কে কাটিয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। দুর্দান্ত প্রতাপে পাকবাহিনীকে প্রতিহতও করেছে। উদ্দীপকে ঘাতকদের বাংলা ছাড়ার ডাক দিয়েছে যে প্রতিরোধকারীরা, গল্পে বর্ণিত বাঙালিরাও তেমনভাবে পাকবাহিনীকে বাংলা ছাড়া করতে তৎপর হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩৬ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা ৯ মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। তাদের হামলার টার্গেট ছিল এদেশের শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের জনগণ। আর তাদের হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে এদেশেরই দোসর রাজাকার-আলবদররা।

[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. 'রেইনকোট' গল্পটি কবে প্রকাশিত হয়? ১
- খ. মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসহাক কেন সবার ভয়ের কারণ ছিল? ২
- গ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূলভাব একই— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির মুখোশ উন্মোচন করো। ৪

৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'রেইনকোট' গল্পটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

খ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তানিদের পক্ষ অবলম্বন করায় ইসহাক সবার ভয়ের কারণ ছিল।

ইসহাক পাকিস্তানিদের দোসর। সে অবাধে চলাফেরা করত। সব সময় উর্দুতে কথা বলে পাকিস্তানি সেনাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধানে ইসহাক পাকিস্তানিদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল। পাকিস্তানিদের দোসর হয়ে কখন কাদের ধরিয়ে দেয়, এমন আশঙ্কায় ইসহাক সবার ভয়ের কারণ ছিল।

গ উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পের মূলভাব একান্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট উন্মোচন।

১৯৭১ সালে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। স্বাধীনতাকামী বাঙালি প্রাণপণে লড়াই শুরু করলে পাক-হানাদাররা বর্বর নির্যাতন চালায়। লাখো

বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে তারা স্বাধীনতার স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু বীর বাঙালি অকুতোভয় লড়াই চালিয়ে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। এমন প্রেক্ষাপট উন্মোচন করা হয়েছে উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একান্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরীহ বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে হানাদাররা। এদেশের শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সর্বস্তরের জনগণ হামলার শিকার হয়েছে। হানাদারদের এ হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে এদেশের দোসর রাজাকার-আলবদররা। 'রেইনকোট' গল্পে একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, পাক-হানাদারদের নির্যাতনের চিত্র উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। এ সময় ঢাকা কলেজের শিক্ষক ও ঢাকা শহরের নিরীহ মানুষদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের কথা এখানে বিবৃত হয়েছে। তারপরও দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণে হানাদারদের নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের এমন প্রেক্ষাপটে বাঙালিদের স্বাধীনতার অর্জনের মূলভাব উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে প্রতীকায়িত হয়েছে।

ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সক্রিয় ভূমিকার কথা উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে সূচুভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক-হানাদাররা বর্বর নির্যাতন চালিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাদের এই নির্মমতায় সহযোগিতা করেছিল এদেশের স্বাধীনতা বিরোধী দালাল রাজাকারচক্র। এদের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে।

উদ্দীপকে একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা ৯ মাস পাক-হানাদাররা নিরীহ বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। তাদের হামলার শিকার হয়েছে এদেশের শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের জনগণ। আর এই হত্যাকাণ্ডের সহযোগিতা করেছে এদেশের দোসর রাজাকার আলবদররা। এ রাজাকার-আলবদররাই ছিল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। এ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে 'রেইনকোট' গল্পে। এখানে ইসহাক, ঢাকা কলেজের প্রফেসর আকবর সাজিদ, প্রিন্সিপাল আফাজ আহমদের মতো পাকিস্তানিদের দালাল ও রাজাকারদের ভূমিকার কথা বিবৃত হয়েছে। প্রিন্সিপাল সব শহিদ মিনারকে পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা আখ্যা দিয়ে সেগুলো ধ্বংস করতে উদ্বুদ্ধ করেছে পাকিস্তানি সেনাদের। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান দেওয়ার ব্যাপারেও রাজাকাররা সহযোগিতা করেছে।

উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে সূচুভাবে। উদ্দীপকে হানাদারদের হত্যাকাণ্ডে সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে রাজাকার-আলবদরদের। আর 'রেইনকোট' গল্পে ঢাকা কলেজের পিওন ও 'প্রিন্সিপালের ভূমিকাকে রাজাকার-আলবদরদের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এমন ঐতিহাসিক বাস্তবতায় বলা যায়, উদ্দীপক ও 'রেইনকোট' গল্পে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।